

বিদ্যাবাড়ি

৪৪ তম

BCS

লিখিত প্রস্তুতি

বাংলা



লেকচার শীট



www.biddabari.com

BCS
লিখিত প্রশ্নোত্তর



পৃষ্ঠা নং দেখে কাজক্ষিত লেকচার খুঁজে নিন

বিষয়	✓ পৃষ্ঠা নং
লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস	৩
৪০তম বিসিএস : ২০২০ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র	৪
লেকচার # ০১	৬
লেকচার # ০২	২৮
লেকচার # ০৩	৩৯
লেকচার # ০৪	৬১
লেকচার # ০৫	৮০
লেকচার # ০৬	১১০
লেকচার # ০৭	১২৭
লেকচার # ০৮	১৫৫
লেকচার # ০৯	১৭৫
লেকচার # ১০	২০১
লেকচার # ১১	২৩২
লেকচার # ১২	২৫১

লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস

প্রথম পত্র

পূর্ণমান- ১০০

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত- উভয় ক্যাডারের জন্য)

	মান	টার্গেট
১. ব্যাকরণ	৫ × ৬ = ৩০	২৫
ক. শব্দগঠন	-	০৫
খ. বানান/বানানের নিয়ম	-	০৫
গ. বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপ্রয়োগ	-	০৫
ঘ. প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ	-	০৫
ঙ. বাক্যগঠন	-	০৫
২. ভাব-সম্প্রসারণ	২০	১৩
৩. সারমর্ম	২০	১২
৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর	৩০	২০
	১০০	৭০

দ্বিতীয় পত্র

পূর্ণমান- ১০০

(শুধু সাধারণ ক্যাডারের জন্য)

	মান	টার্গেট
১. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	১৫	১০
২. কাল্পনিক সংলাপ	১৫	১০
৩. পত্রলিখন/প্রতিবেদন/ভাষণ	১৫	১২
৪. গ্রন্থ-সমালোচনা	১৫	১০
৫. রচনা	৪০	২৩
	১০০	৬৫

৪০তম বিসিএস : ২০২০ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

বাংলা প্রথম পত্র

১. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন :

৬ × ৫ = ৩০

- (ক) শব্দগঠন বলতে কী বোঝায়? কী কী প্রক্রিয়ায় শব্দ গঠিত হয় উদাহরণসহ লিখুন।
- (খ) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের ছয়টি বানানসূত্র লিখুন।
- (গ) নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ লিখুন :
১. দুর্বলবশত সে আসতে পারেনি।
 ২. শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে লেখা হবে।
 ৩. সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে।
 ৪. দূরারোগ্য ব্যাধির স্বীকারে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়।
 ৫. এ স্মরণিটি কবি নজরুলের স্মরণে নামকরণ করা হয়েছে।
 ৬. স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল।
- (ঘ) নিচের প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে অর্থপূর্ণ বাক্য লিখুন :
- আমড়া কাঠের ঢেঁকি; শাক দিয়ে মাছ ঢাকা; তামার বিষ; মিছরির ছুরি; ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়; নদীর পুতুল।
- (ঙ) নিচের বাক্যগুলো নির্দেশ অনুসারে রূপান্তর করুন :
১. শহীদের মৃত্যু নেই। (অস্তিত্বাচক)
 ২. ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়। (জটিল)
 ৩. তোমার সব জিনিসই দামি। (নেতিবাচক)
 ৪. জ্ঞানী হলেও তিনি বিনয়ী নন। (যৌগিক)
 ৫. ভুল সকলেই করে। (প্রশ্নবোধক)
 ৬. তিনি ধনী ছিলেন কিন্তু সুখী ছিলেন না। (সরল)

২. ভাব-সম্প্রসারণ করুন :

২০

- (ক) শৈবাল দিঘিরে করে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।

অথবা,

- (খ) কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে, আর তা' থেকে যে আলো ঠিকরে বেরোয়, তার নাম কালচার।

৩. সারমর্ম লিখুন :

২০

- (ক) ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্ছে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

অথবা, (খ) মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার উপায় জগতের একটি প্রাণীরও নাই। সুতরাং এই অবধারিত সত্যকে সানন্দে স্বীকার করিয়া নিয়াও মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য একটি বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহা হইতেছে, অতীতের পূর্বপুরুষদের সাধনাকে নিজের জীবনে এমনভাবে রূপান্তর করা যেন ইহার ফলে তোমার বা আমার মৃত্যুর পরেও সেই সাধনার শুভফল তোমার পুত্রাদিক্রমে বা আমার শিষ্যাদিক্রমে জগতের মধ্যে ক্রমবিস্তারিত হইতে পারে। মৃত্যু তোমার দেহকেই মাত্র ধ্বংস করিতে পারিল, তোমার আরদ্র সাধনার ক্রমবিকাশকে অবরুদ্ধ করিতে পারিল না— এইখানেই মহাপরাক্রান্ত মৃত্যুর আসল পরাজয়।

৪. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

৩ × ১০ = ৩০

- (ক) চর্যাপদের ভাষাকে কেন ‘সঙ্ক্যা ভাষা’ বলা হয়?
- (খ) ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন।
- (গ) ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের বেহুলা চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
- (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিনটি মৌলিক রচনার নাম লিখুন।
- (ঙ) আধুনিক কবি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান ব্যাখ্যা করুন।
- (চ) শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন।
- (ছ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ‘অবরোধবাসিনী’ গ্রন্থের বিষয়বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
- (জ) আবহমান বাংলার ছবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে লিখুন।
- (ঝ) সৈয়দ শামসুল হকের ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ কাব্যনাটকটি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন।
- (ঞ) মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লিপিবদ্ধ করুন।

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

১. বাংলায় অনুবাদ করুন :

১০

Plato lamented the destruction of soils and forests in ancient Greece. Dickens and Engels wrote eloquently of the wretched conditions spawned by the ‘Industrial Revolution’. Whenever we encounter the term ‘pollution’ now, we mean environmental pollution, though the dictionary describes Pollution as “the act of making something foul, unclean, dirty, impure, contaminated, defiled, tainted, desecrated...”. Environmental pollution may be described as the unfavourable alteration of our surroundings. It takes place through changes in energy, radiation levels, chemical and physical constitutions and abundance of organisms. It includes release of materials into atmosphere which make the air unsuitable for breathing, harm the quality of water and soil and damage the health of human beings, plants and animals.

২. পড়াশোনা শেষ করে চাকুরিগ্রহণ এবং স্ব-উদ্যোগে গৃহীত কোনো কাজের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহকরণ সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি সংলাপ রচনা করুন।

১৫

৩. (ক) বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ ও পরিণাম বর্ণনা প্রসঙ্গে এর প্রতিকারে পাঁচটি করণীয় বিষয় উল্লেখ করে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

১৫

অথবা,

(খ) মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে কলেজগামী ছোট ভাইকে একটি পত্র লিখুন।

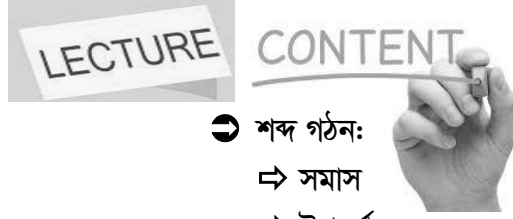
৪. বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যভিত্তিক যে-কোনো গ্রন্থের একটি সমালোচনা লিপিবদ্ধ করুন।

১৫

৫. যে কোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করুন :

৪০

- (ক) উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ।
- (খ) একজন মহিয়সী নারী।
- (গ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প।
- (ঘ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার।
- (ঙ) বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি।



- ✓ লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও মানবন্টন
- ✓ শব্দগঠন
- ✓ বানান/ বানানের নিয়ম
- ✓ বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপ্রয়োগ
- ✓ শব্দের উৎসগত পরিচয়

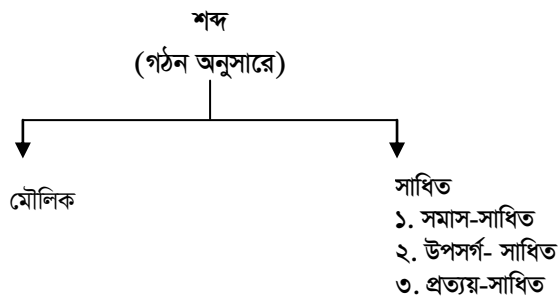
- ➔ শব্দ গঠন:
 - ⇒ সমাস
 - ⇒ উপসর্গ
 - ⇒ প্রত্যয়
- ➔ বাংলা বানানের নিয়ম
- ➔ ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান
- ➔ বাক্য শুদ্ধিকরণের নিয়ম
- ➔ বাক্য শুদ্ধিকরণ : বিগত প্রশ্ন



আলোচ্য বিষয়

বাংলা শব্দগঠন

- প্রশ্ন-০১. অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন। (৩৮তম বিসিএস)
- প্রশ্ন-০২. দৃষ্টান্তসহ দ্বিরুক্ত শব্দের সংজ্ঞার্থ লিখুন। প্রত্যেক প্রকার দ্বিরুক্ত শব্দের দৃষ্টান্তসহ পরিচয় দিন। (৩৭তম বিসিএস)
- প্রশ্ন-০৩. সাধিত শব্দ কাকে বলে? সাধিত শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। (৩৬তম বিসিএস)
- প্রশ্ন-০৪. বাংলা ভাষার শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াগুলো কী কী? উদাহরণসহ প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করুন। (৩৬তম বিসিএস)
- প্রশ্ন-০৫. সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে শব্দ কিভাবে গঠিত হয় আলোচনা করুন।
- প্রশ্ন-০৬. নিচের শব্দগুলো কোন উপায়ে গঠিত লিখুন :
হাতল, সাহিত্যসভা, গোলাপজল, সন্দেশ, উদ্ধার, চলিষু।



- ক. মৌলিক শব্দ: যেসব শব্দ বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভেঙে আলাদা করা যায় না, সেগুলোকে মৌলিক শব্দ বলে। মৌলিক শব্দগুলোই ভাষার মূল উপকরণ। যেমন- গোলাপ, নাক, লাল, তিন।
- খ. সাধিত শব্দ: যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা হলে আলাদা অর্থবোধক শব্দ পাওয়া যায়, সেগুলোকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন-
১. সমাস-সাধিত : বিদ্যালয় (বিদ্যা + আলয়)
 ২. উপসর্গ-সাধিত : উদ্ধার (উৎ + হার)
 ৩. প্রত্যয়-সাধিত : চলিষু (চল্ + ইষু)।



মা-বাপ, মাসি-পিসি, দা-কুমড়া, তেলে-জলে, আয়-ব্যয়, সত্য-মিথ্যা, হাট-বাজার, ঘর-বাড়ি, কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, হাতে-কলমে, মায়ে-বিয়ে, দম্পতি (জায়া ও পতি), জজসাহেব = যিনি জজ তিনিই সাহেব, চালাক-চতুর = যে চালাক সেই চতুর, নীলপদ্ম = নীল যে পদ্ম, আলুসিদ্ধ = সিদ্ধ যে আলু, সুন্দরী যে লতা = সুন্দরলতা, মহতী যে কীর্তি = মহাকীর্তি, মহানবি = মহান যে নবি, মহাকীর্তি = মহতী যে কীর্তি, মহাজ্ঞান = মহৎ যে জ্ঞান, সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত আসন, সহিত্যসভা = সাহিত্য বিষয়ক, সভা, স্মৃতিসৌধ = স্মৃতিরক্ষার্থে সৌধ, ভ্রমরকালো = ভ্রমরের ন্যায় কালো, মুখচন্দ্র = মুখ চন্দ্রের ন্যায়, শোকানল = শোক রূপ অনল, তুষারশুভ্র, অরুণরাঙা, বজ্রকঠিন, বাহুলতা, করপল্লব, পুরুষসিংহ, বিষাদসিদ্ধ, মনমাঝি, ভবনদী, নীলকণ্ঠ, আশীবিষ, কানাকানি, বেতার, গায়ে হলুদ = গায়ে হলুদ দেয়া হয় যে অনুষ্ঠানে, আয়তলোচনা = আয়ত লোচন যার, গলায়গামছা, চৌচলা, দ্বীপ = দু দিকে অপ যার, অন্তরীপ = অন্তর্গত অপসার, নরপশু = নরাকারের পশু যে, জীবন্যুত = জীবিত থেকেও যে মৃত, পণ্ডিতমূর্খ = পণ্ডিত হয়েও যে মূর্খ, হতশ্রী, খোশমেজাজ, কথাসর্বস্ব, হাতাহাতি, অজ্ঞান, বেহেড, নাচার, নির্ভুল, বিড়ালচোখী, হাতেখড়ি, একচোখা, ঘরমুখো, নি-খরচে, মাথায়পাগড়ি, দশগজি, ত্রিফলা, তেপায়া, অষ্টধাত, চারহাতি, পঞ্চভূত, সেতার, দুঃখপ্রাপ্ত = দুঃখকে প্রাপ্ত, চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী, মনগড়া = মন দিয়ে গড়া, বিদ্যাহীন = বিদ্যা দ্বারা হীন, গুরুভক্তি = গুরুকে ভক্তি, আরামকেদারা = আরামের জন্য কেদারা, বিলাতফেরত = বিলাত থেকে ফেরত, চাবাগান = চায়ের বাগান, রাজপুত্র = রাজার পুত্র, মাতৃসেবা = মাতার সেবা, পূর্বাহ্ন = অহোর (দিনের) পূর্বভাগ, মুগশিশু = মুগীর শিশু, গাছপাকা = গাছে পাকা, ভূতপূর্ব = পূর্বে ভূত, বিপদাপন্ন, পরলোকগত, শ্রমলব্ধ, মধুমাখা, ধনাঢ্য, একোন, জ্ঞানশূন্য, পাঁচকম, বসতবাড়ি, বিয়েপাগলা, খাঁচাছাড়া, স্কুলপালানো, জেলমুক্ত, খেয়াঘাট, গজনীরাজ, পিতৃধন, ভ্রাতৃস্নেহ, পুত্রবধূ, ছাগদুগ্ধ, দিবানিদ্রা, অশ্রুতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব, অনাচার, অকাতর, অনাদর, বেতাল, বেহুঁশ, নাতিদীর্ঘ, অকাল/আধোয়া, নিরুপায়, নির্বাঞ্ছাট, নামঞ্জুর, অকেজো, অজানা, বোলাজ, অচেনা, অনাবাদী, নাবালক, জলচর = জলে চরে যা, জলদ = জল দেয় যে, পঞ্চজ = পঞ্চ জন্মে যা, গায়েপড়া, ঘিয়েভাজা, কলেছাঁটা, কানেকলম, কানেকাটো, কলেরগান, ঘোড়ারডিম, হাতেছড়ি, মাথায়পাগড়ি, মাথায়ছাতা, উপকূল = কূলের সমীপে, উপগ্রহ = গ্রহের সদৃশ/তুল্য, প্রতিদিন = দিন দিন, প্রতিবাদ = বিরুদ্ধ বাদ, প্রতিচ্ছায়া = ছায়ার প্রতিনিধি, অনুক্ষণ = ক্ষণে ক্ষণে, অনুগমন = পশ্চাৎ গমন, আনত = ইষৎ নত, আজীবন = জীবন পর্যন্ত, নিরামিষ = অমিষের অভাব, যথারীতি = রীতিকে অতিক্রম না করে, উচ্ছৃঙ্খল = শৃঙ্খলাকে অতিক্রান্ত, উপকণ্ঠ, উপশহর, উপবন, প্রতিক্ষণ, প্রতিকূল, প্রতিচ্ছবি, প্রতিবন্ধ, অনুতাপ, অনুধাবন, আরক্তিম, আপাদমস্তক, আসমুদ্রহিমাচল, নির্ভাবনা, নির্জল, নিরুৎসাহ, যথাসাধ্য, যথাযোগ্য, উদ্বেল, উৎকণ্ঠা, প্রবচন = প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন, পরিভ্রমণ = পরি (চতুর্দিকে) যে ভ্রমণ, প্রভাত = প্র (প্রকৃষ্ট রূপে) ভাত (আলোকিত), প্রগতি = প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি, গ্রামান্তর = অন্য গ্রাম, গৃহান্তর = অন্য গৃহ, দশনামাত্র = কেবল দর্শন, কালসাপ = কাল (যম) তুল্য সাপ, বিরানব্বই = দুই এবং নব্বই, আমরা = তুমি আমি ও সে।



অকেজো, অচেনা, অপয়া, অচিন, অজানা, অথৈ, অবোর/অবোরে, অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ, অজপুকুর অঘারাম, অঘাচণ্ডী অনাবৃষ্টি, অনাদর, অনাছষ্টি, অনাচার, অনামুখো, আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি, আকাঁঠা, আগাছা আড়চোখে, আড়নয়নে আড়ফ্যাপা, আড়মোড়া, আড়পাগলা, আড়কোলা, আড়গড়া (আস্তাবল), আড়কাঠি, আনকোরা, আনচান, আনমনা, আবছায়া, আবডাল, ইতিকর্তব্য, ইতিপূর্বে, ইতিকথা, ইতিহাস, উনপাঁজুরে, উনিশ, কদবেল, কদর্য, কদাকার, কুঅভ্যাস, কুকথা, কুনজর, কুসঙ্গ, নিখুঁত, নিখোঁজ, নিলাজ, নিভাঁজ, নিরেট, পাতিহাঁস, পাতিশিয়াল, পাতিলেবু, পাতকুয়ো বিভূঁই, বিফল, বিপথ, ভরপেট, ভরসাঝ, ভরপুর, ভরদুপুর, ভরসন্ধ্যো, রামছাগল, রামদা, রামশিঙ্গা, রামবোকা, সলাজ, সরব, সঠিক, সজোর, সপাট, সাজিরা, সাজোয়ান সুনজর, সুখবর, সুদিন, সুনাম, সুকাজ হাপিতোশ, হাভাতে, হাঘরে, প্রভাব, প্রচলন, প্রস্ফুটিত, প্রসিদ্ধ, প্রতাপ, প্রভাব, প্রগাঢ়, প্রচার, প্রবল, প্রসার, প্রবেশ, প্রস্থান প্রপৌত্র, প্রশাখা, প্রশিষ্য, পরাকাষ্ঠা, পরাক্রান্ত, পরায়ণ, পরাজয়, পরাভব, অপমান, অপকার, অপচয়, অপবাদ অপসংস্কৃতি, অপকর্ম, অপসৃষ্টি, অপযশ, অপসারণ, অপহরণ, অপনোদন, অপমৃত্যু, সম্পূর্ণ, সমৃদ্ধ, সমাদর, সমাগত, সম্মুখ, নিবৃত্তি, নিবারণ, নির্ণয়, নিদাঘ, নিদারুণ নিষ্কলুষ, নিষ্কলুষ, নিষ্কাম, অবজা, অবমাননা, অবরোধ, অবগাহন, অবগত, অবতরণ, অবরোহণ, অবশেষ, অবসান, অবেলা, অনুশোচনা, অনুগামী, অনুজ, অনুতাপ, অনুকরণ, অনুবাদ, অনুরূপ, অনুকার, অনুক্ষণ, অনুদিন, অনুশীলন অনুকূল, অনুকম্পা, নিরক্ষর, নির্জীব, নিরহঙ্কার, নিরাশ্রয়, নির্ধন, নির্ধারণ, নির্ণয়, নির্ভর নির্গত, নিঃসরণ, নির্বাসনদুর্ভাগ্য, দুর্দশা, দুর্নামদুর্লভ, দুর্গম, দুরতিক্রম্য, বিধৃত, বিশুদ্ধ, বিজ্ঞান, বিবস্ত্র, বিশুদ্ধ বিন্দ্র, বিবর্ণ, বিশৃঙ্খল, বিফল, বিচরণ, বিক্ষেপ বিকার, বিপর্যয়, সুকণ্ঠ, সুকৃতি, সুচরিত্র, সুপ্রিয়, সুনীল, সুগম, সুসাধ্য, সুলভ, সুচতুর, সুকঠিন, সুধীর, সুনিপুণ, সুতীক্ষ্ণ, উদ্যাম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদহীব, উত্তোলন, উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎসীড়ন, উৎপাদন, উচ্চারণ, উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট, অধিকার, অধিপতি, অধিবাসী, অধিরোহণ, অধিষ্ঠান, অধিকার, অধিবাস, অধিগত পরিপক্ব, পরিপূর্ণ, পরিবর্তন, পরিশেষ, পরিশ্রান্ত, পরীক্ষা, পরিমাণ, পরিক্রমণ, পরিমণ্ডল, প্রতিমূর্তি, প্রতিধ্বনি, প্রতিবাদ, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিঘাত, প্রতিদান, প্রত্যাপকার, উপকূল, উপকণ্ঠ, উপদ্বীপ, উপবন, উপগ্রহ, উপসাগর, উপনেতা, উপনয়ন, উপভোগ, অভিভক্তি, অভিজ্ঞ, অভিভূত, অভিযান, অভিসার, অভিমুখ, অভিবাদন, অতিকায়, অত্যাচার, অতিশয়, অতিমানব, অতিপ্রাকৃত আকর্ষণ, আমরণ, আসমুদ্র আরক্ত, আভাস, আনত, আদান, আগমন।

বিদেশি উপসর্গ

ক. ফারাসি উপসর্গ

উপসর্গ	উদাহরণ
কার	কারখানা, কারসাজি, কারচুপি, কারবার
দর	দরপত্তনী, দরপাট্টা, দরদালান
না	নাচার, নারাজ, নামঞ্জুর, নাখোশ, নালায়েক
নিম	নিমরাজি, নিমখুন
ফি	ফি-রোজ, ফি-হপ্তা, ফি-সন, ফি-মাস
বদ	বদমেজাজ, বদরাগী, বদমাশ, বদহজম, বদনাম
বে	বেআদব, বেআক্কেল, বেকায়দা, বেতার, বেকার
বর	বরখাস্ত, বরদাস্ত, বরখেলাপ, বরবাদ
ব	বমাল, বনাম, বকলম
কম	কমজোর, কমবখ্ত

খ. আরবি উপসর্গ		গ. ইংরেজি উপসর্গ	
উপসর্গ	উদাহরণ	উপসর্গ	উদাহরণ
আম	আমদরবার, আমমোজার	ফুল	ফুলহাতা, ফুলশার্ট, ফুলবাবু, ফুলপ্যান্ট
খাস	খাসমহল, খাসখবর, খাসকামরা	হাফ	হাফহাতা, হাফটিকিট, হাফস্কুল, হাফপ্যান্ট
লা	লাজবাব, লাখেরাজ, লাওয়ারিশ, লাপাত্তা	হেড	হেডমাস্টার, হেডঅফিস, হেডপণ্ডিত, হেডমৌলভি
গর	গরমিল, গরহাজির, গররাজি	সাব	সাবঅফিস, সাবজজ, সাবইন্সপেক্টর

STUDENT



STUDY

বাংলা শব্দগঠন : প্রত্যয়

মনু + অ = মানব, যদু + অ = যাদব, রাবণ + ই = রাবণি, দশরথ + ই = দাশরথি, জনক + ই = জানকি, শিব + অ = শৈব, জিন + অ = জৈন, শিশু + অ = শৈশব, গুরু + অ = গৌরব, কিশোর + অ = কৈশোর, পৃথিবী + অ = পার্থিব, দেব + অ = দৈব, চিত্র + অ = চৈত্র, সাহিত্য + ইক = সাহিত্যিক, বেদ + ইক = সামরিক, বৈদিক, বিজ্ঞান + ইক = বৈজ্ঞানিক, সমুদ্র + ইক = সামুদ্রিক, নগর + ইক = নাগরিক, মাস + ইক = মাসিক, ধর্ম + ইক = ধার্মিক, সমর + ইক = বৈদিক, বিজ্ঞান + ইক = বৈজ্ঞানিক, সমুদ্র + ইক = সামুদ্রিক, নগর + ইক = নাগরিক, মাস + ইক = মাসিক + ইক = মাসিক, ধর্ম + ইক = ধার্মিক, সমর + ইক = সামরিক, সমাজ + ইক = সামাজিক, হেমন্ত + ইক = হৈমন্তিক, অকস্মাৎ + ইক = আকস্মিক, বিমাতা + এয় = বৈমাত্রেয়, ধর্ + অ = ধর, মর + অ = মার, হার + অ = হার, জিত + অ = জিত, কাঁদ + অ = কাঁদ, পড় + অ = মর্ + অ = মর, ডুব + উ = ডুবু, উড় + উ = উড়ু, কাঁদ + অন = কাঁদন, খা + অন = খাওন, ছা + অন = ছাওন, জানা + আন = জানানো, দুল + অনা = দোলনা, খেল + অনা = খেলনা, চিহ্ন + অনি = চিহ্ননি, বাঁধ + অনি = বাঁধনি, আঁট + অনি = আঁটনি, উড় + অন্ত = উড়ন্ত, ডুব + অন্ত = ডুবন্ত, মুড় + অক = মোড়ক, ঝাল + অক = ঝালক, পড় + আ = পড়া, চড় + আই = চড়াই, সিল + আই = সিলাই, পাকড় + আও = পাকড়াও, চড় + আও = চড়াও, চাল + আন = চালানো, মান + আন = মানানো, জান + আনি = জানানি, গুন + আনি = গুনানি, উড় + আনি = উড়ানি, ডুব + আরি/উরি = ডুবুরি, মাত + আল = মাতাল, মিশ + আল = মিশাল, ভাজ + ই = ভাজি, বেড় + ই = বেড়ি, মর্ + ইয়া = মরিয়া, বল + ইয়ে = বলিয়ে, ডাক + উ = ডাকু, ঝাড় + উ = ঝাড়ু, উড় + উ = উড়ু, পড় + উয়া = পড়ুয়া > পড়ো, উড় + উয়া = উড়ুয়া > উড়ো, উড় + ও = উড়ো, ফির + তা = ফিরতা, পড় + তা = পড়তা, বহ + তা = বহতা, ঘাট + তি = মুহ + ত = মুহু, যুধ + ত = যুদ্ধ, লভ + ত = লব্ধ, স্বপ্ন + ত = সুপ্ত, সৃজ + ত = সৃষ্টি, হন + ত = হত, গম্ + তি = গতি, মন + তি = মতি, রম্ + তি = রতি, শ্রম্ + তি = শ্রান্তি, শম্ + তি = শান্তি, বচ + তি = উক্তি, মুচ্ + তি = মুক্তি, ভজ্ + তি = ভক্তি, গৈ + তি = গীতি, সিধ্ + তি = সিদ্ধি, বুধ্ + তি = বুদ্ধি, শক্ + তি = শক্তি, ক্ + তব্য = কর্তব্য, দা + তব্য = দাতব্য, পঠ +

তব্য = পঠিতব্য, কৃ + অনীয় = করণীয়, রক্ষ্ + অনীয় = রক্ষণীয়, দা + তৃচ্ = দাতা, মা + তৃচ্ = মাতা, ক্রী + তৃচ্ = ক্রেতা, যুধ্ + তৃচ্ = যোদ্ধা, পঠ্ + ণক = পাঠক, নী + ণক = নায়ক, গৈ + ণক = গায়ক, লিখ্ + ণক = লেখক, পূজ্ + ণক = পূজক, দা + ণক = দায়ক, বি + ধা + ণক = বিধায়ক, কৃ + ঘ্যণ্ = কার্য, ধৃ + ঘ্যণ্ = ধার্য, দা + য = দেয়, হা + য = হেয়, গম্ + য = গম্য, লভ্ + য = লভ্য, গ্রহ্ + ণিন = গ্রাহী, পা + ণিন = পায়ী, আত্ৰা + হন + ণিন = আত্মঘাতী, শ্রম্ + ইন্ = শ্রমী, জি + অন্ = জয়, ক্ষি + অন্ = ক্ষয়, হন্ + অন্ = বধ, চল্ + ইষ্ণু = চলিষ্ণু, ঈশ্ + বর = ঈশ্বর, ভাস্ + বর = ভাস্বর, হিন্ + র = হিংস্র, নম্ + র = নম্র, ভূ + উক = ভাবুক, জাগ্ + উক = জাগরুক, দীপ্ + শানচ = দীপ্যমান, চল্ + শানচ = চলমান, বৃধ্ + শানচ = বর্ধমান, বস্ + ঘঞ্ = বাস, যুজ্ + ঘঞ্ = যোগ, ক্রোধ্ + ঘঞ্ = ক্রোধ, খদ্ + ঘঞ্ = খেদ, ভিদ্ + ঘঞ্ = ভেদ, ত্যজ্ + ঘঞ্ = ত্যাগ, পচ্ + ঘঞ্ = পাক, শুচ্ + ঘঞ্ = শোক, নন্দি + অন = নন্দন, চোর-চোরা, কেষ্ট-কেষ্টা, ডিঙি- ডিঙা, বাঘ-বাঘা, হাত-হাতা, হাজির-হাজিরা, চাষ-চাষা, দখিন-দখিনা, কানু-কানাই, নিম-নিমাই, ঢাকা-ঢাকাই, পাবনা-পাবনাই, ইতর-ইতরামি, ফাজিল-ফাজলামো, ঘর-ঘরামি, জেঠা-জেঠামি, ছেলে-ছেলেমি, বাহাদুর-বাহাদুরি, ডাক্তার-ডাক্তারী, জমিদার-জমিদারী, দোকান-দোকানী, ভাগলপুর-ভাগলপুরী, মাদ্রাজ-মাদ্রাজী, পাথর-পাথরে, মাটি-মেটে, বালি-বেলে, জাল-জেলে, মোট-মুটে, খুন-খুনে, দেমাক-দেমাকে, না-নেয়ে, জ্বর-জ্বরো, বাত-বেতো, টাক-টেকো, মাছ-মেছো, ঢাল-ঢালু, তামা-তামাটে, লাজ-লাজুক, মাছ+ উয়া = মেছো, বাত + উয়া = বেতো, টাক + উয়া টেকো, জাল + ইয়া = জেলে, বালি + ইয়া = জেলে, বালি+ ইয়া = বেলে, মাটি + ইয়া = মেটে, কুসুম + ইত = কুসুমিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত, কণ্টক + ইত = কণ্টকিত, নীল + ইমন্ = নীলিমা, পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল, উর্মি + ইল + ইমন্ = নীলিমা, পঙ্ক + ইল = পঙ্কিল, উর্মি + ইল = 'উর্মিল', ফেন + ইল = ফেনিল, গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ, লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ, জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানিন, সুখ + ইন্ = সুখিন, গুণ + ইন্ = গুণিন, মান + ইন্ = মানিন, জ্ঞান + ইন্/ঈ = জ্ঞানী, গুণ + ইন্/ঈ = গুণী, জ্ঞান + ইনী = জ্ঞানিনী, গুণ + ইনী = গুণিনী, বন্ধু + তা = বন্ধুতা, শত্রু + তা = শত্রুতা, বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব, ঘন + ত্ব = ঘনত্ব, মহৎ + ত্ব = মহত্ব, মধুর + তর = মধুরতর, প্রিয় + তম = প্রিয়তম, সর্বজন + নীন = সর্বজনীন, কুল + নীন = কুলীন, নব + নীন = নবীন, জল + নীয় = জলীয়, বায়ু + নীয় = বায়বীয়, বর্ষ + নীয়, বর্ষীয়, গুণ + বতুপ্ = গুণবান, দয়া + বতুপ্ = দয়াবান, শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমান, বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান, মেধা + বিন্ = মেধাবী, মায়া + বিন্ = মায়াবী, তেজঃ + বিন্ = তেজস্বী, যশঃ + বিন্ = যশস্বী, মধু + র = মধুর, মুখ + র = মুখর, শীত + ল = শীতল, বৎস + ল = বৎসল, মনু + ষঃ = মানব, যদু + ষঃ = যাদব, শিব + ষঃ = শৈব, জিন + ষঃ = জৈন, শিশু + ষঃ = শৈশব, গুরু + ষঃ = গৌরব, কিশোর + ষঃ = কৈশোর, পৃথিবী + ষঃ = পার্থিব, দেব + ষঃ = দৈব, চিত্র + ষঃ = চৈত্র, সূর্য + ষঃ = সৌর, মনুঃ + ষঃ = মনুষ্য, জমদগ্নি + ষঃ = জামদগ্ন্য, সুন্দর + ষঃ = সৌন্দর্য, শূর + ষঃ = শৌর্য, ধীর + ষঃ = ধৈর্য, কুমার + ষঃ = কৌমার্য, রাবণ + ষঃ = রাবণি, দশরথ + ষঃ = রাবণি, দশরথ + ষঃ = দাশরথি, সাহিত্য + ষঃক = সাহিত্যিক, বেদ + ষঃক = বৈদিক, বিজ্ঞান + ষঃক = বৈজ্ঞানিক, সমুদ্র + ষঃক = সামুদ্রিক, হেমন্ত + ষঃক = হৈমন্তিক, অকস্মাৎ + ষঃক = আকস্মিক, ভগিনী + ষেয় = ভাগিনেয়, অগ্নি + ষেয় = আগ্নেয়, বিমাতা + ষেয় = আকস্মিক।

বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

ক. হিন্দি	খ. ফারসি
১. ওয়ালা : বাড়িওয়ালা, দাড়িওয়ালা	৬. গর > কর : কারিগর, বাজিকর
২. ওয়ান : গাড়োয়ান, দারোয়ান।	৭. দার : তাঁবেদার, পাহারাদার
৩. আনা : মুনশীআনা, বিবিআনা।	৮. বাজ/বাজি: ধোঁকাবাজ/ধোঁকাবাজি, গলাবাজ/গলাবাজি।
৪. পনা : গিল্পিপনা, বেহায়াপনা।	৯. বন্দি: জবানবন্দি, নজরবন্দি।
৫. সা : পানিসা > পানসে, কালসা > কালচে।	১০. সই : জুতসই, মানানসই।

অর্থগতভাবে শব্দের শ্রেণিবিন্যাস

প্রশ্ন- ০১. অর্থগতভাবে বাংলা শব্দ কত প্রকার ও কি কি? উদাহরণসহ লিখুন।

(৩৮-তম বিসিএস)

উত্তর: অর্থ অনুসারে বাংলা শব্দকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ১. যৌগিক শব্দ ২. রুড় বা রুঢ়ি শব্দ ৩. যোগরুঢ় শব্দ।

১. যৌগিক শব্দ: যেসব শব্দ প্রকৃতিক ও প্রত্যয় যোগে গঠিত হয় এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলে যে সকল শব্দের অর্থ পাওয়া যায়, তাদের যৌগিক শব্দ বলে। যেমন-
- গৈ + অক = গায়ক, অর্থ- গান করে যে
- কৃ + তব্য = কর্তব্য, অর্থ- যা করা উচিত
- বাবু + আনা = বাবুয়ানা, অর্থ- বাবুর ভাব

২. রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ: যেসব প্রত্যয়নিপ্পন্ন বা উপসর্গযুক্ত শব্দ এর প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থ প্রকাশ না করে জনসমাজে প্রচলিত পৃথক অর্থ বোঝায় তাদেরকে বলা হয় রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ। যেমন-
হস্তী = হস্ত + ইন, অর্থ- হস্ত আছে যার। কিন্তু প্রচলিত অর্থে হস্তী বলতে একটি প্রাণীকে বোঝায়।
বাঁশি = বাঁশ + ই, অর্থ- বাঁশ দিয়ে তৈরি জিনিস। কিন্তু প্রচলিত অর্থে বাঁশি বলতে বাদ্যযন্ত্রকে বোঝায়।
৩. যোগরুঢ় শব্দ: সমাসনিপ্পন্ন যেসব শব্দ পূর্ণভাবে সমস্যমান পদসমূহের অর্থের অনুগামী না হয়ে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে যোগরুঢ় শব্দ বলে। যেমন-
পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা, পঙ্কে অনেক কিছুই জন্মে। কিন্তু সাধারণত পঙ্কজ বলতে পদ্মফুলকে বোঝানো হয়। এছাড়া রাজপুত, মহাযাত্রা, জলধি ইত্যাদি যোগরুঢ় শব্দ।



আলোচ্য বিষয়

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

- প্রশ্ন-০১। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লিখুন। (৩৮, ৩৬তম বিসিএস)
- প্রশ্ন-০২। বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানানরীতি অনুসারে তৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। (৩৬তম বিসিএস)
- প্রশ্ন-০৩। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসারে অতৎসম শব্দের ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)
- প্রশ্ন-০৪। বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ৬টি নিয়ম উদাহরণসহ লিখুন।
- প্রশ্ন-০৫। গত্ব ও যত্ব বিধানের নিয়মগুলো লিখুন।
- প্রশ্ন-০৬। বানান শুদ্ধ করে বানানের নিয়ম লিখুন:
পর্তুগীজ, দারিদ্র, পরিস্কার, প্রবন, মনযোগ, একাডেমী।

তৎসম

তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে এই বানানরীতিতে যেসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রস্তাবিত হয়েছে, তা অনুসৃত হবে।
তবে যে সব তৎসম শব্দেই ই ঙ্গ বা উ উ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি, ু ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্গা, উষা।
রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্থ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ষিক্য, বার্তা, সূর্য।
ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন: অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃতয়ংগম সংঘটন। বিকল্পে ঙ্ লেখা যাবে। ক্ষ-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ্ হবে। যেমন: আকাক্ষা।

অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দ

ই ঙ্গ উ উ

- ক. সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ই, ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন: গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিঙ্গি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুড়ি, নিচে, নিচু, ইমান, চুন, পুব, ডুকা, মুলা, পুজো, উনিশ, উনচল্লিশ।
- খ. অনুরূপভাবে- আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন: খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি। তবে নাম-বিশেষ্যের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় চলতে পারে।
- গ. সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিমেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঙ্গ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: কী করছ? কী পড়ো? কী খেলে? কী আর বলব? কী জানি? কী যে করি! তোমার কী? এটা কী বই? কী করে যাব? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিল। কী আনন্দ! কী দুরাশা! অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন: তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন: তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।
- ঘ. পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

ক্ষ

ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর, ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অতঃসম শব্দ খুদ, খুদে, খুর, খেপা, খিধে, ইত্যাদি লেখা হবে।

মূর্ধ্য তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়ের নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এছাড়া তদভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ, ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুণতি, গোনা, বরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের ণ হয়, যেমন: কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড, কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঢ ড ঢ-য়ের আগেও কেবল ন হবে।

শ, ষ, স

তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না।

বিদেশি মূল শব্দে শ, ষ, স-য়ের যে প্রতিষঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন: সাল (= বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, মামিয়ানো, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপোস, সাদা, পোশাক, বেহেশত, নাশকতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে।

তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন: বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশি শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন: স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিও, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।

কিন্তু খ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্মীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে। আরবি-ফারসি শব্দে ‘স’ ‘সিন’ ‘সোয়াদ’ বর্ণগুলির প্রতিবর্ণ-রূপে স, এবং ‘শিন’ এর প্রতিবর্ণরূপে শ ব্যবহৃত হবে। যেমন: সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস), বেহেশত।

এই ক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স ছ-য়ের রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন: মিছিল, মিছরি, তছনছ।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, so, sion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। তবে question ইত্যাদি শব্দের বানান অন্যরূপে, যেমন: কোএসচন্ হতে পারে।

জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন: কাগজ, জাহাজ, হুকুম, হাসপাতাল, টেবিল, পুলিশ, ফিরিস্তি, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা।

কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে ‘যে’, ‘যাল’, ‘যোয়াদ’, ‘যোই’ রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি Z-এর মতো, সে-ক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলির জন্য য ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। যেমন: আযান, এযিন, ওয়ু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমাযান। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এই ক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারেন। জাদু, জোয়াল, জো ইত্যাদি শব্দ ‘জ’ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

এ, অ্যা

বাংলায় এ বা -এ-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত বিকৃত নির্বিশেষে এ বা -এ-কার হবে। যেমন: দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে।

বিদেশি শব্দে আবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা -এ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন: এন্ড, নেট, বেড, শেড।

বিদেশি শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা য়া ব্যবহৃত হবে। যেমন: অ্যাড, অ্যাবসার্ড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট। তবে কিছু তদভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যার য়া-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিবিত। যেমন: ব্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে য়া অপরিবর্তিত থাকবে।

ও

ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার হবে না। যেমন: বলল, আছ, কর।

ং, ঙ

তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন: রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

রেফ (') ও দ্বিত্ব

তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অতৎসম সকল শব্দের রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার।

বিসর্গ

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন: কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ। তবে যেসব শব্দের শেষে বিসর্গ না থাকলে অর্থের বিভ্রান্তি ঘটানোর আশঙ্কা থাকে, সেখানে শব্দশেষের বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন: পুনঃপুনঃ।

পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন: দুস্থ, বিস্পৃহ।

আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দ

আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ো-কার যুক্ত করা হবে। যেমন: করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষ সম্ভবই নয়। যেমন: স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং। তবে কিছু কিছু বিশ্লেষ করা যায়। যেমন: সেপটেম্বর, অকটোবর, মার্ক্স, শেক্সপিয়ার, ইসরাফিল।

হসচিহ্ন

হসচিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, বারবার, তছনছ, জজ, টন, ছক, চেক, ডিশ, করলেন, শখ, টাক, টক। তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হসচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: উহ্, যাহ।

যদি অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হসচিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: কর্, ধর্, মর্, বল্।

উর্ধ্বকমা

উর্ধ্বকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: করল (= করিল), ধরত, বলে (= বলিয়া), হয়ে, দু জন, চার শ, চাল (= চাউল), আল (= আইল)।



আলোচ্য বিষয়

গত্ব ও ষত্ব বিধান

গত্ব বিধান

০১. ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হলে, সবসময় মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন- ঘণ্টা, লণ্ঠন।
 ০২. ঝ, র, ষ-এর পরে মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন- ঋণ, বর্ণ, ভীষণ।
 ০৩. ঝ, র, ষ এর পরে স্বরধ্বনি, য/য়/হ/ং এবং ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় ধ্বনি থাকলে পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন- কৃপণ (ঋ-কারের পরে প্, তার পরে ণ)।
 ০৪. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন- বাণিজ্য, লবণ।

সতর্কতা

- ক. সমাসবদ্ধ শব্দে গত্ব বিধান খাটে না। যেমন- ত্রিনয়ন, দুর্নীতি, অহ্নায়ক।
 খ. ত-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে যুক্ত 'ন' কখনো মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন- অন্ত, গ্রহ, ক্রন্দন।
 গ. ক্রিয়াপদে সর্বদাই 'ন' হয়। যেমন: করেন, করুন, ধরুন, ধরেন, মারেন ইত্যাদি।
 ঘ. খাঁটি বাংলা শব্দে ও অতৎসম শব্দে (অর্থাৎ তদ্ভব শব্দে) সর্বদা দন্ত্য-ন হবে। [বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে মূল সংস্কৃত শব্দের যে রূপটি বাংলায় সরাসরি না এসে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে চুকেছে, তাকে বলা হয় তদ্ভব বা প্রাকৃতভক্ত শব্দ। সংস্কৃত 'চন্দ্র' শব্দটি প্রাকৃতে হয়েছে চন্দ এবং বাংলায় হয়েছে চাঁদ। চন্দ > চাঁদ। এ ধরনের শব্দের মূল সংস্কৃত বানানে মূর্ধন্য-ণ বহাল থাকবে, কিন্তু তদ্ভব শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ-এর স্থলে দন্ত্য-ন হবে।]

যেমন:

সংস্কৃত (তৎসম)	পরিবর্তিত (তদ্ভব/অর্ধতৎসম)	তৎসম	তদ্ভব/অর্ধতৎসম
অগ্রহায়ন	অগ্রহান	কঙ্কণ	কাঁকন
কর্ণ	কান	কৃষাণ	কিষান
ক্ষণিক	খানিক	ঘৃণা	ঘেন্না
তৎক্ষণ	তখন	নিমন্ত্রণ	নেমন্তন
প্রাণ	পরান	বর্ষণ	বরিষন
ব্রাহ্মণ	বামুন	যজ্ঞা	যাতনা
লবণ	নুন	শ্রবণ	শোনা

ষত্ব বিধান

১. ট ও ঠ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে দন্ত্য-স না হয়ে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন- কষ্ট, স্পষ্ট।
 ২. ঋ ও র-এর পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন-ঋষি, কৃষক, বর্ষা।
 ৩. ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন- প্রতিসেধক > প্রতিষেধক, অনুসঙ্গ > অনুষঙ্গ।
 ৪. কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন-আষাঢ়, উষা।

সতর্কতা:

- ক. আরবি, ফারসি, ইংরেজি বা অন্য বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন-
 আরবি: নকশা, মুশকিল, শয়তান, মজলিস, সনদ, ফসল।
 ইংরেজি: কমিশন, ব্রিটিশ, মেশিন, স্যার, সিলেবাস, বাস।
 ফারসি: খুশি, খোশ, চশমা, আসর, খানসামা, রসিদ।
 খ. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত পদের মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন-অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ



গত্ব বিধান

গত্ব বিধান: অরণ্য, উদাহরণ, চারণ, প্রেরণা, রণ, অরুণ, করণ, জাগরণ, ধারণা, বরণ, শরণ, অলংকরণ, করুণ, জারণ, নিবারণ, আচরণ, করণীয়, তরুণী, বরুণ, সংস্করণ, আবরণ, কারণ, তোরণ, পূরণ, বিতরণ, সাধারণ, পুরাণ, সন্তরণ, আহরণ, কিরণ, তুরণ, প্রচারণা, ভরণ, স্মরণ, উচ্চারণ, ক্ষরণ, দারুণ, ব্যাকরণ, সারণি, হরণ, মরণ, প্রেরণ, ধরণি/ণী, চরণ, উত্তরণ, আকীর্ণ, ঘূর্ণন, দীর্ণ, পূর্ণিমা, বিদীর্ণ, উদ্গীর্ণ, ঘূর্ণি, নির্ণয়, বর্ণ, বিস্তীর্ণ, কর্ণ, চূর্ণ, পর্ণ, বর্ণনা, শীর্ণ, কীর্ণ, জীর্ণ, পূর্ণ, বিকীর্ণ, স্বর্ণ, আমন্ত্রণ, দ্রোণ, প্রণয়, প্রণীত, ব্রণ, যন্ত্রণা, স্রাণ, নিমন্ত্রণ, প্রণতি, প্রণেতা, ভ্রণ, স্রৈণ, চিত্রণ, নিয়ন্ত্রণ, প্রণাম, প্রাণ, মিশ্রণ, শ্রেণি, ত্রাণ, পরিত্রাণ, প্রণালী, প্রাণী, মুদ্রণ, ঋণ, ঘৃণা, তৃণ, মসৃণ, মৃণাল, অন্বেষণ, ঘর্ষণ, পাষণ, বিকর্ষণ, বিষণ, শোষণ, আকর্ষণ, ঘোষণা, পেষণ, বিভীষণ, বিষু, ষণ্ড, কর্ষণ, তোষণ, পোষণ, বিশেষণ, ভাষণ, সাংগাসিক, কৃষণ, দূষণ, প্রেষণ, বিশ্লেষণ, ভীষণ, গবেষণা, নিষ্পেষণ, বর্ষণ, বিষণ্ণ, ভূষণ, ক্ষণ, তীক্ষ্ণ, নিরীক্ষণ, প্রশিক্ষণ, ভক্ষণ, লক্ষণ, ক্ষুণ্ণ, দক্ষিণা, পরীক্ষণ, প্রেক্ষণ, মোক্ষণ, শিক্ষণ, ক্ষণিক, দক্ষিণ, পর্যবেক্ষণ, বিচক্ষণ, রক্ষণ, সমীক্ষণ, ক্ষীণ, দূর্বীক্ষণ, প্রদক্ষিণ, বীক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, অর্পণ, উপক্রমণিকা, তর্পণ, পরিহরণ, রক্ষিণী, শ্রাবণ, অকর্মণ্য, কুপণ, দর্পণ, পূর্বাহ্ন, রক্ষিণী, সন্তর্পণ, আক্রমণ, ক্ষেপণাস্ত্র, দ্রবণ, প্রাক্ষণ, রমণী, সমর্পণ, অগ্রহায়ণ, গৃহিণী, দ্রাবণ, বর্ষণ, রুগণ, সবাস্তীর্ণ, আরোহণ, গ্রহণ, নিরূপণ, ব্রাহ্মণ, রোপণ, অপরাহ্ন, গ্রামীণ, নিষ্কমণ, ভ্রমণ, লক্ষ্মণ, উৎক্ষেপণ, চর্বণ, পার্বণ, ভ্রাম্যমাণ, শ্রবণ, কণ্টক, ঘট্টা, নির্ঘণ্ট, নিষ্কণ্টক, বণ্টন, বণ্টিত, ঘণ্ট, ঘণ্টিকা, অকুষ্ঠ, আকুষ্ঠ, উপকুষ্ঠ, কুষ্ঠহার, কুষ্ঠিত, ময়ূরকণ্ঠী, সুকণ্ঠী, অকুষ্ঠিত, উৎকণ্ঠ, কণ্ঠ, কণ্ঠা, গুণ্ঠন, লণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, উৎকণ্ঠা, কণ্ঠনালি, নীলকণ্ঠ, লণ্ঠন, অবগুণ্ঠিত, উৎকণ্ঠিত, কণ্ঠস্থ, কুণ্ঠা, ভুলুণ্ঠিত, সুকণ্ঠ, অকালকুণ্ঠা, খণ্ড, চণ্ড, দোদণ্ডপ্রতাপ, মেরুদণ্ড, অখণ্ড, খণ্ডন, চণ্ডমূর্তি, ন্যায়দণ্ড, পিণ্ড, মণ্ড, রাজদণ্ড, অখণ্ডনীয়, খণ্ডবিখণ্ড, চণ্ডাল, পণ্ড, পুণ্ড, মণ্ডণ, লঙ্কাপাণ্ড, অগ্নিকাণ্ড, খণ্ডানো, চণ্ডী, পণ্ডশ্রম, প্রকাণ্ড, মণ্ডপ, লণ্ডভণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, খণ্ডিত, ঠাণ্ডা, পণ্ডিত, প্রচণ্ড, মণ্ডল, অণ্ড, খাণ্ডার, ডাণ্ডা, পরিমণ্ডল, প্রাণদণ্ড, মণ্ডলী, ষণ্ড, উল্কাপিণ্ড, গণ্ড, তাণ্ডব, পাণ্ডনাগাণ্ডা, বাগবিতণ্ডা, মণ্ডা, ষণ্ডা, কাণ্ড, গণ্ডগ্রাম, তুলাদণ্ড, পাণ্ডব, বায়ুমণ্ডল, মণ্ডিত, হিমমণ্ডল, কাণ্ডজ্ঞান, গণ্ডমূৰ্খ, দণ্ড, পাণ্ডা, বিতণ্ডা, মানদণ্ড, কাণ্ডারী, গণ্ডা, দণ্ডনীয়, পাণ্ডিত্য, বেত্রদণ্ড, মুখমণ্ডল, কুণ্ড, গণ্ডার, দণ্ডমুণ্ড, কুণ্ড, গণ্ডার, দণ্ডমুণ্ড, পাণ্ডুর, ভণ্ড, মুণ্ড, কুণ্ডলী, গণ্ডি, দণ্ডায়মান, পাণ্ডুলিপি, ভণ্ডামি, মুণ্ডন, কূপমণ্ডুক, গণ্ডুষ, দিগ্‌মণ্ডল, পাষণ্ড, ভূখণ্ড, মুণ্ডপাত, পরিণত, পরিণাম, প্রণয়, প্রণিধান, প্রণোদিত, প্রবীণ, নির্ণয়, পরিণতি, প্রণত, প্রণয়ন, প্রণিপাত, প্রবণ, প্রমাণ, নির্ণায়ক, পরিণয়, প্রণাম, প্রণীত, প্রবাহিণী, প্রয়াণ, নির্ণীত, উত্তর + অয়ন = উত্তরায়ণ, পর + অয়ন = পুরায়ণ, পার + অয়ন = পারায়ণ, রবীন্দ্র + অয়ন = রবীন্দ্রায়ণ, চন্দ্র + অয়ন = চন্দ্রায়ন, নার + অয়ন = নারায়ণ, রাম + অয়ন = রামায়ণ, প্র + অহ = প্রহ, অপরাহ্ন, অণু, কল্যাণ, কণা, নিকুণ, ফণা, চিক্ণ, কণিকা, গণিকা, কাণ, উৎকুণ, কণা, মণি, কঙ্কণ, বাণ, শাণ, কল্যাণ, পিণাক, কফোণি, লাভণ্য, ফণী, বণিক, নিপুণ, পাণি, চাণক্য, পণ, মাণিক্য, গণ, বীণা, বেণু, বেণী, বেণু, বেণী, বাণী, গুণ, তৃণ, তৃণ, ঘুণ, অণু, মৎকুণ, বণিজ্য, কণ, কোণ, পুণ্য, গৌণ, লবণ, পণ্য, ভণিতা, শোণিত, শোণ, স্থাণু, শণ, ভাণ, আপণ, বিপণি, হ্রিন (হ্রিণ নয়), আলবেরুনি (আলবেরুণি নয়), ব্রেইন (ব্রেইন নয়), ইস্টার্ন (ইস্টার্ন নয়), আয়রন, ইরান, কুর্নিশ, কার্নিশ, কোরানি, কোরান, ক্লোরিন, জার্মান, ট্রেনিং, ফার্নিচার, বার্নার, বার্নিশ, মেরুন, রানার, শিরনি, সাইরেন, হর্ন, স্যাকারিন, হ্যারিকেন, হারমোনিয়াম, অগ্রনায়ক, ছাত্রনিবাস, দুর্নিবার, নিরন্ন, নীরন্ধ, প্রনষ্ট, সর্বনাম, অগ্রনেতা, ত্রিনয়ন, দুর্নিমিত্ত, নির্গমন, পরনিন্দা, বহির্গমন, হরিনাম, অহর্নিশ, ত্রিনেত্র, দুর্নিরিক্ষ্য, নির্নিমেষ, পরান্ন, রূপবান, ক্ষুণ্ণিবৃত্তি, দুর্নাম, দুর্নীতি, নিষ্পন্ন, পুরুষানুক্রমে, শ্রীমান।

যত্ব বিধান

ঋষভ, কৃষক, কৃষি, কৃষ্ণা, তৃষা, বৃষ্টি, ঋষি, কৃষাণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, দৃষ্টি, সৃষ্টি, আকর্ষণ, পার্শদ, বর্ষীয়, বিকর্ষণ, মধ্যাকর্ষণ, শীর্ষক, ঈর্ষা, বর্ষ, বর্ষীয়ান, বিমর্ষ, মুমূর্ষ, সংঘর্ষ, উৎকর্ষ, বর্ষণ, বার্ষিক, মহর্ষি, শতবার্ষিক, সপ্তর্ষি, পর্ষদ, বর্ষী, বার্ষিকী, মহাকর্ষ, শীর্ষ, হর্ষ, অধিষদ, অভিষেক, পরিষদ, পরিষ্কার, প্রতিষেধক, প্রতিষ্ঠান, বিষণ্ণ, বিষম, দুর্বিষহ, বিষয়, বিষাদ, অনুষ্ঠান, সুষম। সিচ্-নিষেক, নিষিদ্ধ; সদ-বিষাদ, বিষণ্ণ; সিধ-প্রতিষেধ, নিষেধ, নিষিদ্ধ, ভবিষ্যৎ, (ভ + অ + ব্ + ই + ষ্ - ব এর পরে ই-এর ব্যবধান), চিকীর্ষা, চিকীর্ষু, মুমুক্ষু, কল্যাণীয়েষু, ইষণ, ঈষ, উষ্ণ, উষর, এষণ, ঐষিক, ওষধি, ওষধ, ইষু, ঈষৎ, সুষম, উষা, এষা, বৈষম্য, ওষুধ, পৌষ, বিষয়, ভীষণ, তুষার, ভূষণ, দ্বেষ, বৈষয়িক, পোষণ, কৌষেয়, ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মঞ্জুষা, দূষণ, বিশেষ, কোষাধ্যক্ষ, প্রিয়বরেষু, সুজনেষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহস্পাদেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু, অনিষ্ট, অদৃষ্ট, অনাবৃষ্টি, অনাসৃষ্টি, অনির্দিষ্ট, অন্তর্দৃষ্টি, অন্তোষ্টি, অপচেষ্টা, অপুষ্টি, অবশিষ্ট, অষ্ট, আকৃষ্ট, আদিষ্ট, আবিষ্ট, ইষ্ট, উপবিষ্ট, উৎকৃষ্ট, উষ্ট্র, কষ্ট, কৃষ্টি, চেষ্টা, তুষ্ট, দুষ্ট, দৃষ্টি, দৃষ্টান্ত, দৃষ্টব্য, দ্রষ্টা, নষ্ট, নির্দিষ্ট, নিকৃষ্ট, নিবিষ্ট, পরিশিষ্ট, পিষ্ট, প্রবিষ্ট, পুষ্টি, প্রকৃষ্ট, প্রচেষ্টা, বিনষ্ট, বিশিষ্ট, বৃষ্টি, বেষ্টন, বেষ্টিত, বৈশিষ্ট্য, ভ্রষ্ট, মিষ্ট, যথেষ্ট, রুষ্ট, রাষ্ট্র, সর্বোৎকৃষ্ট, সৃষ্টি, স্পষ্ট, স্রষ্টা, হৃষ্টপুষ্ট, অনুষ্ঠান, অধিষ্ঠান, অতিষ্ঠ, একনিষ্ঠ, কাষ্ঠ, কোষ্ঠী, গরিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ, জ্যষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, নিষ্ঠা, নিষ্ঠুর, পৃষ্ঠ, প্রকোষ্ঠ, প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠা, বলিষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, যথিষ্ঠির, যূপকাষ্ঠ, লঘিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, ষষ্ঠ, ষষ্ঠী, সৌষ্ঠর, সুষ্ঠ, ভাষা, ষট্, আষাঢ়, ষণ্ড, কষিত, পাষণ, ইষু, পাষণ্ড, কষা, কাষ্ঠ, কষ্ট, আভাষ, বাষ্প, মূষিক, অষ্ট, পৌষ, পুষ্প, শম্প, ভাষ্য।



আলোচ্য বিষয়

বাক্য শুদ্ধিকরণের নিয়ম

নিয়মঃ ০১

বাচ্যজনিত ভুল : কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য ও ‘হওয়া’ ক্রিয়ার রূপ থাকলে কর্মবাচ্যে বিশেষণ ও ‘হওয়া’ ক্রিয়ার রূপ হবে।

উদাহরণ : অশুদ্ধ : আমি অপমান হয়েছি।
শুদ্ধ : আমি অপমানিত হয়েছি।

নিয়মঃ ০২

বিশেষ্যের জায়গায় বিশেষণের কিংবা বিশেষণের বাহুল্য প্রয়োগজনিত ভুলঃ বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য পদকে বিশেষণ কিংবা বিশেষণ পদকে বিশেষ্য ভেবে পদ পরিবর্তন করে এ ধরনের ভুল করা হয়। যেমন- ‘আবশ্যক’ শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে ‘ঈয়’ প্রত্যয় যোগ করে ‘আবশ্যকীয়’ শব্দের ব্যবহার যথাযথ নয়।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: অনবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

শুদ্ধ: অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।

নিয়মঃ ০৩

পুনরুক্তি বা বাহুল্যজনিত ভুলঃ একই অর্থবিশিষ্ট শব্দের পুনরুক্তি বা বাহুল্য ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়। তবে বাংলায় অনেক বিশিষ্ট লেখকের এ ধরনের শিথিল প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন ‘অশ্রুজল’ শব্দটি। কিন্তু অশ্রু অর্থই চোখের জল। এক্ষেত্রে অশ্রুর সাথে আবার জল যোগ করা বাহুল্য দোষের পর্যায় পড়ে।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: সমূলসহ বৃক্ষটি উৎপাটিত হয়েছে

শুদ্ধ: সমূলে বৃক্ষটি উৎপাটিত হয়েছে।

এখানে ‘সহ’ শব্দটি ‘সমূল’ শব্দের মধ্যে লুকায়িত ; তাই সমূলসহ শব্দটি ‘সহ’ শব্দ দ্বারা বাহুল্য দোষে দুষ্ট।

একই ভাবে ‘অশ্রুজল’ নয় ‘অশ্রু’, আয়ত্তাধীন নয় ‘অধীন’ বা ‘আয়ত্তে’, ‘ইদানিংকালে’ নয় ‘ইদানিং’ ইত্যাদি।

নিয়মঃ ০৪

যথার্থ শব্দ প্রয়োগ না করায় ভুলঃ শব্দের যথাযথ অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় যথাযথ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। যেমন- অজ্ঞতা (জ্ঞানহীনতা) বোঝাতে অজ্ঞানতা (মূর্খতা) শব্দের প্রয়োগ; স্ত্রীক (স্ত্রী সহ) বোঝাতে স্বস্ত্রীক (নিজের স্ত্রী) শব্দের প্রয়োগ।

উদাহরণঃ : অশুদ্ধ: তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।

শুদ্ধ: তিনি স্ত্রীক ঢাকায় থাকেন।

নিয়মঃ ০৫

বহুবচনের অপপ্রয়োগজনিত অশুদ্ধিঃ বহুত্ব বোঝাতে আমরা বহুবচন ব্যবহার করি। বিশেষ্য পদের সঙ্গে গুলি, গুলা, রা, এরা, ইত্যাদি যুক্ত করে বহুবচন তৈরি করা হয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, বহুবচনের পরে দ্বিত্ব প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ কোনো শব্দকে একবার বহুবচনে রূপান্তরিত করলে পুনরায় তার বহুত্ব অপপ্রয়োগজনীয়। তাই অগণিত, অনেক, বহু, যাবতীয়, সব ইত্যাদি যত বহুত্ববাচক শব্দ আছে, তাদের পরে সংশ্লিষ্ট বিশেষ্য পদেও সঙ্গে গুলি/গুলো ইত্যাদি যুক্ত হবে না।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রীরা এসেছিল।

শুদ্ধ: ক্লাসে অনেক ছাত্রছাত্রী এসেছিল।

নিয়মঃ ০৬

‘তা’ এবং ‘তু’ প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগঃ ‘তা’ এবং ‘তু’ হলো বিশেষ্যবাচক প্রত্যয়, যা কেবল বিশেষণ শব্দকে বিশেষ্য করে। তাই বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে আবারও ‘তা’ বা ‘তু’ যুক্ত করলে ভুল হবে। যেমন: ‘ধীর’ বিশেষণ শব্দের সাথে ‘তা’ যোগ করে বিশেষ্যবাচক শব্দ ‘ধীরতা’ হয়। কিন্তু ‘ধীর’ এর সঙ্গে বিশেষ্যবাচক ‘য’ প্রত্যয় যোগ করে ‘ঐধর্য’ বিশেষ্য শব্দ গঠিত হয়। ফলে ‘ঐধর্য’ শব্দের আবারও বিশেষ্যবাচক ‘তা’ প্রত্যয় যুক্ত হলে তা ভুল বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: রচনাটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।

শুদ্ধ: রচনাটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।

নিয়মঃ ০৭

সমাস সংক্রান্ত ক্রটিঃ সমাস নিষ্পন্ন কিছু শব্দ বানানের ক্ষেত্রে সচরাচর ভুল হয়। যেমন- আহোরাত্রি (হবে অহোরাত্র), পিতাহীন (হবে পিতৃহীন), কুঅর্থ (হবে কদর্থ)। তেমনি অহর্নিশি নয় অহর্নিশ, অতলস্পর্শী নয় অতলস্পর্শ, অর্ধরাত্রি নয় অর্ধরাত্র, দিবারাত্রি নয় দিবারাত্র, ভ্রাতাবৃন্দ নয় ভ্রাতৃবৃন্দ, সুবুদ্ধিমান নয় সুবুদ্ধি, যুবরাজা নয় যুবরাজ, মাতাজাতি নয় মাতৃজাতি ইত্যাদি।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: পিতাহীন শিশুটিকে অবহেলা করে না।

শুদ্ধ: পিতৃহীন শিশুটিকে অবহেলা করে না।

নিয়মঃ ০৮

সন্ধিজনিত ক্রটিঃ সন্ধিজনিত কিছু ক্রটিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন- অত্যাধিক (হবে অত্যধিক = অতি + অধিক), ইতিপূর্বে (ইতঃপূর্বে/ইতোপূর্বে = ইতি + পূর্বে), অদ্যবধি (হবে অদ্যাবধি = অদ্য + অবধি) ইত্যাদি।

উদাহরণ : অশুদ্ধ:জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করে।

শুদ্ধ: জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করে।

নিয়মঃ ০৯

সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণজনিত ক্রটিঃ ভাষা প্রয়োগে কখনো চলিত ভাষার রূপের সঙ্গে সাধু ভাষার রূপ মেশানো উচিত নয়। হয় সাধু ভাষার প্রয়োগ হবে, না হয় চলিত ভাষার। ভাষা ব্যবহারে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দোষের বলে এ ধরনের মিশ্রণ সযত্নে পরিহার করতে হয়। সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দেখা গেলে যে কোনো একটি রীতিতে তা পরিবর্তন করে নিতে হয়।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হইলেন।

শুদ্ধ: শামীমের চিঠি দেখিয়া তিনি অবাক হইলেন (সাধু)। অথবা, শামীমের চিঠি দেখে তিনি অবাক হলেন।

নিয়মঃ ১০

যথাযথ বিশেষণ প্রয়োগজনিত ভুলঃ এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে কিছু ভুল হয়। যেমন, আবশ্যিক শব্দটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বদলে-‘ঈয়’ প্রত্যয় যোগ করে ‘আবশ্যকীয়’ শব্দের ব্যবহার যথাযথ হয় না। আবার বিশেষণ ভেবে বিশেষ্য শব্দের প্রয়োগও শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। যেমন, ‘নিশ্চয়’ বিশেষ্য। একে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ চলে না। এর বিশেষণ রূপ হয় ‘নিশ্চিত’।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

শুদ্ধ: সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিশালী) বাংলাদেশ আমাদের একান্ত কাম্য।

নিয়মঃ ১১

লিঙ্গ-সংগতিজনিত ভুলঃ বাংলা সাধু ভাষার এবং কখনো কখনো তৎসম শব্দবহুল চলিত গদ্যরীতিতে স্ত্রীবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, সুন্দরী বালিকা, বীরাজনা নারী। এ রকম ক্ষেত্রে স্ত্রীবাচক শব্দের জন্য স্ত্রীবাচক বিশেষণ ব্যবহার না করা হলে তা ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ বলে গণ্য হয়।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: বর্তমানে বিদ্বান মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

শুদ্ধ: বর্তমানে বিদূষী মহিলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

নিয়মঃ ১২

প্রবাদ- প্রবচনের বিকৃতিজনিত ভুলঃ প্রবাদ প্রবচনের মূলে রয়েছে যুগসংগত অভিজ্ঞতা। তাই যুগ-যুগান্তর ধরে প্রচলিত প্রবাদের যথেষ্ট বিকৃতি বা পরিবর্তন চলে না। প্রবাদ-প্রবচনের বিকৃত প্রয়োগ অনেক সময় মূল অর্থ বদলে যায়। প্রবাদ- প্রবচনের বিকৃতি বা রূপের পরিবর্তনকে তাই অশুদ্ধ বলে গণ্য করা হয়।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে হলুদ ফুল দেখে।

শুদ্ধ: পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে সরষেফুল দেখে।

নিয়মঃ ১৩

বিভক্তি প্রয়োগ সংগতিঃ বিভক্তি প্রয়োগ অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি যেন না থাকে।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে।

শুদ্ধ: বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে।

নিয়মঃ ১৪

বাক্য সর্বনাম প্রয়োগে সংগতিঃ বাক্যে সর্বনামের অবস্থান সম্পর্কে সতর্কতা বজায় রাখা দরকার, যেন কোনো ধরনের বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। কারণ, কখনো কখনো সর্বনামের অবস্থান বদলের ফলে বাক্যের অর্থ বদলে যেতে পারে।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: তিনি চান, তারা তার পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।

শুদ্ধ: তিনি চান, তারা তাদের পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।

নিয়মঃ ১৫

ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়ার কাল প্রয়োগে সংগতিঃ যথাযথ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ না হলে বাক্য সংগতিপূর্ণ হয় না।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: এলাকায় যখন-তখন বিদ্যুৎ-বিভ্রাট দেখা যাচ্ছে।

শুদ্ধ: এলাকায় যখন-তখন বিদ্যুৎ- বিভ্রাট ঘটছে।

নিয়মঃ ১৬

অসঙ্গতিপূর্ণ শব্দঃ অসঙ্গতি পূর্ণ কিছু শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলো পরিহার করতে হবে। যেমন- বৈমাত্রের সহোদর (সহোদর অর্থ একই মায়ের উদরে যার জন্ম; পক্ষান্তরে বৈমাত্রের অর্থ সং মায়ের উদরে যার জন্ম), আরোগ্য হওয়া (আরোগ্যের সাথে হওয়া অসঙ্গতিপূর্ণ; হবে আরোগ্য লাভ করা), প্রবীণ বৃক্ষ (প্রবীণের সাথে বৃক্ষ সঙ্গতি পূর্ণ নয়; হবে প্রাচীন বৃক্ষ), সভাগৃহ (হবে সভাকক্ষ)।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।

শুদ্ধ: মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।

নিয়মঃ ১৭

য-ফলা (Y) এবং রেফ (´) সম্পর্কিত সতর্কতাঃ এ বিষয়ে দু-একটি সাধারণ সূত্র মনে রাখলে ভুলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সাধারণত বিশেষ্যের ক্ষেত্রে য-ফলা (Y) ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শব্দটি যদি বিশেষণ হয় আর সেই শব্দের শেষ অক্ষরে যদি র-ফলা (L) বা রেফ (´) থাকে তবে ঐ শব্দের বিশেষ্যে পরিণত হতে গেলে য-ফলা (Y) দরকার পড়বে।

উদাহরণ : অশুদ্ধ: দারিদ্রতা বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা।

শুদ্ধ: দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা।

নিয়মঃ ১৮

নয় তো/ নয়তোঃ উদাহরণ লক্ষ্য করুনঃ ক. আজ নয়, তো কাল যাব? খাঁটি মুক্তো নয় তো, নকল মুক্তো; কিছু কাল পরে নিজেই জানান দেব। খ. তুমি যেও, নয়তো মা খুব ভাববে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, উল্লিখিত উদাহরণসমূহে ‘নয় তো’ এবং ‘নয়তো’ শব্দের ভিতরে অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। ‘নয় তো’ মানে ‘নয়’ আর ‘নয়তো’ বোঝাচ্ছে বিকল্পপথ। একইভাবে ‘হয় তো’ হচ্ছে হ্যাঁ-সূচক, আর ‘হয়তো’ হচ্ছে সম্ভাব্যতা, অনিশ্চয়তা।

STUDENT



STUDY

বাক্য শুদ্ধিকরণ: বিগত প্রশ্ন

৩৮তম BCS

১. পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	১. পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
২. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।	২. আগামীকাল কলেজ বন্ধ হবে।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয়ঙ্কর কবি ছিলেন।	৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিখ্যাত কবি ছিলেন।
৪. সকল ছাত্রগণই পাঠে অমনোযোগী।	৪. সকল ছাত্রই পাঠে অমনোযোগী।
৫. ইহার আবশ্যক নাই।	৫. ইহার আবশ্যকতা নাই/ এর আবশ্যকতা নেই।

৩৭তম BCS

১. যেসব শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনোযোগী সে সমস্ত শিক্ষার্থীরাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।	১. যেসব শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় অমনোযোগী সেসব শিক্ষার্থীই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বেশি।
২. আপনি স্বপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।	২. আপনি সপরিবার ও সবান্ধবে আমন্ত্রিত।
৩. তার পরশ্রীকাতরতা দেখে আমি মুগ্ধ।	৩. তার পরশ্রীকাতরতা দেখে আমি হতবাক।
৪. আজ রাতে বজ্রপতনের সম্ভাবনা আছে।	৪. আজ রাতে বজ্রপাতের সম্ভাবনা আছে।
৫. তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাকর।	৫. তোমার মতো ব্যক্তির পক্ষে সদাসর্বদা কৃপণতা করা লজ্জাকর।
৬. জৈষ্ঠ্য মাসে তার সর্ব জৈষ্ঠ্য ছেলের বিয়ে হয়।	৬. জ্যৈষ্ঠ মাসে তার জ্যৈষ্ঠ্য ছেলের বিয়ে হয়।

৩৬ তম BCS

১. তাহার সৌন্দর্যতাবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।	তার সৌন্দর্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে।
--	-------------------------------------

২. এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী নিম্ভক হয়ে গেল।	এ নির্মম হত্যাকাণ্ডে গ্রামবাসী নিম্ভক হয়ে গেল।
৩. ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।	ইতিপূর্বেই তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করা হয়েছে।
৪. মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে সুস্বাগত জানানো হলো।	মহাসমারোহে প্রধান অতিথিকে স্বাগত জানানো হলো।
৫. তার সাংঘাতিক আনন্দ হলো।	তার অত্যন্ত আনন্দ হলো।
৬. ছেলেটি অহর্নিশ তার মাকে জ্বালাতন করে।	ছেলেটি অহর্নিশ তার মাকে জ্বালাতন করে।

৩৪ তম BCS

১. তিনি স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।	তিনি সচ্ছল পরিবারের সন্তান।
২. এ খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।	এ খবরটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
৩. মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।	মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা দরকার।
৪. তিনি পৈত্রিক ভিটায় বসবাস করেন।	তিনি পৈতৃক ভিটায় বসবাস করেন।
৫. সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।	সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।
৬. এটি একটি অনুবদিত গ্রন্থ।	এটি একটি অনুদিত গ্রন্থ।
৭. আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।
৮. এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়স্ক।	এ ব্যক্তি সকলের মাঝে বয়োজ্যেষ্ঠ।
৯. এ তো তার দুর্লভ সৌভাগ্য।	এ তো তার দুর্লভ সৌভাগ্য।
১০. তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ আছে।	তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় পরামর্শ আছে।
১১. বালকটি আরোগ্য হয়েছে।	বালকটি আরোগ্য লাভ করেছে।
১২. সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন।	সাভার ট্র্যাজেডির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

৩৩তম BCS

১. এসব লোকগুলোকে আমি চিনি।	এসব লোককে আমি চিনি।
২. তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়তর।	তুমি আমার কাছে আরও প্রিয়।
৩. শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
৪. তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরপরাধী মানুষ।	তিনি নিরহঙ্কার ও নিরাপদ মানুষ।
৫. সে গাছ হইতে অবতরণ করিল।	সে গাছ থেকে অবতরণ করল।
৬. অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে।	অচিরেই বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে।
৭. আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।	আগামীকাল কলেজ বন্ধ থাকবে।
৮. তার দারিদ্র্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তার দারিদ্র্যতায় কষ্ট পেয়েছি আর সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।
৯. আমি অপমান হয়েছি।	আমি অপমানিত হয়েছি।
১০. ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোকেরা সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিল।	ইতোমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোক সংবর্ধনা সভায় যোগ দিল।
১১. নিরপরাধী লোক কাকেও ভয় করে না।	নিরপরাধ লোক কাউকে ভয় করে না।
১২. অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।	অপরাহ্ন লিখতে অনেকেই ভুল করে।

৩২তম BCS

১. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
----------------------------	-----------------------

২. ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।	ছাত্রীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
৩. এমন অসহনীয় ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।	এমন অসহ্য (অসহনীয়) ব্যাথা আমি আর কখনও অনুভব করিনি।
৪. আকর্ষণ পর্যন্ত ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।	আকর্ষণ ভোজনে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।
৫. আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পন্যতা অনুচিত।	আবশ্যক ব্যায়ে কার্পণ্য অনুচিত।
৬. তাহার বৈমাগ্রেয় সহোদও অসুস্থ।	তাহার বৈমাগ্রেয় ভ্রাতা (ভগ্নি) অসুস্থ।
৭. সমুদয় সভ্যগণ আসিয়াছেন।	সমুদয় সভ্য আসিয়াছেন।
৮. পাতায় পাতায় পরে নিশির শিশির।	পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।
৯. বান্ধা শেষ হইতে না হতে কুবাটিকা অনচলটি ছাইয়া ফেললো।	বাঞ্ছা শেষ হইতে না হইতে কুবাটিকা অঞ্চলটি ছাইয়া ফেলিল।
১০. পৈত্রিক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহদুপকারও হয়।	পৈতৃক সম্পত্তির মাধ্যমে ভদ্রতা রক্ষা হয়, মহোপকারও হয়।
১১. সকলে একত্রিত হয়ে ধূমপান পরিত্য্য ঘোষণা করিলেন।	সকলে একত্র হয়ে ধূমপান পরিত্য্যাজ্য ঘোষণা করলেন।
১২. অনুবাদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।	অনূদিত কবিতাটি পড়ে সে উচ্ছাসে উচ্ছল হয়ে উঠল।

৩১তম BCS

১. সমস্ত প্রাণীকূলই পরিবেশের জন্য নিত্য প্রয়োজন।	সমস্ত প্রাণীই পরিবেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
২. মুমূর্ষ লোকটির সাহায্য করা উচিত।	মুমূর্ষ লোকটিকে সাহায্য করা উচিত।
৩. তোমার কটুক্তি শুনিয়া তিনি মর্মাহত হয়েছে।	তোমার কটুক্তি শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।
৪. রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য আরও অধিকতর সাহায্য প্রয়োজন।	রুগ্ন ব্যক্তিটির জন্য অধিকতর সাহায্যের প্রয়োজন।
৫. কারোর জন্যই দৈন্যতা কাংখিত হতে পারে না।	কারও জন্যই দৈন্য কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।
৬. আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাস পড়ি নি।	আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো উপন্যাস পড়িনি।
৭. পুকের পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।	পুকের পরিষ্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
৮. অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনার বিশদ বিবরণ জানতে চাইল।	অধ্যক্ষ মহোদয় ঘটনার বিশদ বিবরণ জানতে চাইলেন।
৯. বিষয়টি মস্তিষ্কে গ্রহণ করার নয়, অন্তরে উপলব্ধির যোগ্য।	বিষয়টি মস্তিষ্কে গ্রহণ করার নয়, অন্তরে উপলব্ধিরও যোগ্য।
১০. অনুষ্ঠানে স্ববান্দবে আপনি আমন্ত্রিত।	অনুষ্ঠানে আপনি সবান্দবে আমন্ত্রিত।
১১. সেই ভীতংসো ঘটনা এখনও বিস্মিত হতে পারি নি।	সেই বীভৎস ঘটনা এখনও বিস্মৃত হতে পারিনি।
১২. লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চরছে ঘোটক।	লক্ষী মেয়ে যারা ছিল, এখন তারা চড়ছে ঘোটক।

৩০তম BCS

১. অন্তর্যমান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্রের সৈকতে ভীড় করেছে।	অন্তর্যমান সূর্য দেখতে পর্যটকেরা সমুদ্র-সৈকতে ভিড় করেছে।
--	---

২. তিনি স্বস্তীক বাহিরে গেলেন।	তিনি স্বস্তীক বাইরে গেছেন।
৩. সকল ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।	ছাত্রদের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
৪. অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।	অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
৫. মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।	মরুভূমিতে বিচরণ করলে অনেক সময় মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায়।
৬. আমি এ ঘটনা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
৭. আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা করা অনুচিত।	আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য করা অনুচিত।
৮. নতুন নতুন ছেলেগুলি বড়ই উতপাত করছে।	নতুন ছেলেগুলো বড়ই উতপাত করছে।
৯. তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।	তার মতো কৃতি ছাত্র খুব কম দেখা যায়।
১০. রবিন্দ্র প্রতীভা বিশ্বের বিস্ময়।	রবিন্দ্র-প্রতীভা বিশ্বের বিস্ময়।
১১. বিমানের সিলেটগামী আভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে।	সিলেটগামী বিমানের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটটি দেরীতে ছাড়বে।
১২. ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।	ছাত্রদের কঠোর অধ্যবসায় প্রশংসনীয়।

২৯তম BCS

১. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
২. সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।	সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত।
৩. সকলের সহযোগিতায় আমি স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।	সকলের সহযোগিতায় আমি সার্থকতা লাভ করতে চাই।
৪. বুড়িতে রাখা সমস্ত মাছগুলোর আকার একই রকমের।	বুড়িতে রাখা সমস্ত মাছের আকার একই রকমের।
৫. তাহার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পাইলাম।	তাহার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় আমি শক্তি ও উৎসাহ পেলাম।
৬. এমন অসহনীয় ব্যাথা কখনো অনুভব করিনি।	এমন অসহ্য (অসহনীয়) ব্যাথা কখনও অনুভব করিনি।
৭. স্ব স্ব ভূমির পুষ্করিনী পরিষ্কার করার নিমিত্তে কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।	স্ব স্ব ভূমির পুষ্করিনী পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে।
৮. কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা শ্রদ্ধাঞ্জলী উত্থাপন করেছে।	কবির শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ শ্রদ্ধা উত্থাপন করেছে।
৯. তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।	তিনি আনন্দিত (সানন্দ) চিত্তে সম্মতি দিলেন।
১০. সে যে ব্যাকরণের বিভীষিকায় ভিত নয়, আশা করি তুমি তা জান।	সে যে ব্যাকরণের বিভীষিকায় ভীত নয়, আশা করি তুমি তা জান।
১১. নদীর তীরের সব জমিগুলো আমার আয়ত্বাধীনে আছে।	নদী-তীরের সব জমি আমার আয়ত্তে (অধীনে) আছে।
১২. ভূমিকম্পে উর্ধ্বমুখী দালানটি ধসে পড়লো।	ভূমিকম্পে উর্ধ্বমুখী দালানটি ধসে পড়লো।

২৮তম BCS

১. এমন মাধুর্যতাপূর্ণ আচরণ সকলের মুগ্ধ সৃষ্টি কোরবেই।	১. এমন মধুর আচরণ সবার মুগ্ধতা সৃষ্টি করবেই।
২. শক্তিত মানুষটি বুদ্ধিহীনতা ভুগবে এমন ভাবছ কেমন কারণেই?	২. শক্তিত (সশাঙ্ক) মানুষটি বুদ্ধিহীনতায় ভুগবে- এমন ভাবছ কোন কারণে?
৩. কবি সামগ্রের ধারণা ক্রটি রহিয়াছে বলে মনে হয়?	৩. কাব্য-সমগ্রের ধারণায় ক্রটি রয়েছে বলে মনে হয়?
৪. প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় নাই, উহা প্রকৃতির দান,	৪. প্রতিভা ফরমাইশ দিয়া গড়া যায় না, উহা প্রকৃতির দান,

কৃতজ্ঞলীপুটে গ্রহণ করতে হয়।	কৃতজ্ঞলীপুটে গ্রহণ করিতে হয়।
৫. হল বিশাল খুড়িতেই কেচো গর্ত লম্বা বাহির সর্প থেকে।	৫. কেচো খুড়িতেই গর্ত হইতে বিশাল লম্বা সর্প বাহির হইল।
৬. সকল ঝাড়ুদার মহিলারা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতাগুলো রাস্তার এক পার্শ্বে স্তুপীকৃত করে রাখিতেছিল।	৬. সকল ঝাড়ুদার মহিলা রাস্তা পরিষ্কার করছিল এবং রাশি রাশি পাতা রাস্তার এক পাশে স্তুপীকৃত করে রাখছিল।
৭. বর্ষা সজল মেঘকজ্জল দিবসে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।	৭. বর্ষাসজল মেঘকরোজ্জ্বল দিবসে সূর্যের উজ্জ্বলতা থাকে না।
৮. বাংলাদেশের সপক্ষে কী ভালো কী মন্দ, তাহা বাংলাদেশেই ঠিক করবে।	৮. বাংলাদেশের পক্ষে কি ভালো কি মন্দ, তা বাংলাদেশেই ঠিক করবে।
৯. বৈস্য সভ্যতার রোগ সারাইবার বৈধ উপায় হচ্ছে মল্লোষধি।	৯. বিশ্ব-সভ্যতার রোগ সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মল্লোষধি।
১০. মানুষের শারীরিক-ঘেমা যে-সব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেইগুলো অনেক পুরান।	১০. মানুষের শরীর-ঘেমা যেসব সংস্কার, জীবসৃষ্টির ইতিহাসে সেগুলো অনেক পুরনো।
১১. অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মহাত্ম ঘটাইয়া থাকে সেইটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য।	১১. অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মহাত্মা ঘটে থাকে, সেটিই হচ্ছে মনের ঐশ্বর্য।
১২. এখনকার দিনে বাংলাদেশের সাহিত্য লোক লোকারণ্য বলে মনে হয়।	১২. এখনকার বাংলাদেশের সাহিত্য লোকে লোকারণ্য বলে মনে হয়।

২৭তম BCS

১. তিনি শহীদ মিনাওে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করেছেন।	তিনি শহিদমিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।
২. জাপান একটি সমৃদ্ধশালী দেশ।	জাপান একটি সমৃদ্ধ দেশ।
৩. কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়।	কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়।
৪. রবীন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান কবি ছিলেন।	রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রতিভাবান কবি ছিলেন।
৫. তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্যতা নেই।	তার কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য নেই।
৬. দারিদ্র্যতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।	দরিদ্রতাই মধুসূদনের শেষ জীবনের বৈশিষ্ট্য।
৭. দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যাজ্য।	দুর্জন বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য।
৮. নেপালের ভৌগলিক সীমা বর্ণনা কর।	নেপালের ভৌগোলিক সীমা বর্ণনা কর।
৯. সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারল না।	সে কৌতুক করার কৌতুহল সংবরণ করতে পারল না।
১০. স্বাধীনতাভোরকালে বাংলা নাটকের অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।	স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকের অত্যধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২৪তম BCS

১. বানান ভুল দোষণীয়।	বানান ভুল দুষণীয়।
২. ইচ্ছা প্রমাণ হয়েছে।	ইচ্ছা প্রমাণিত হয়েছে।
৩. উৎপন্ন বুদ্ধির জন্যে চাই কঠোর পরিশ্রম।	উৎপাদন বুদ্ধির জন্য চাই কঠোর পরিশ্রম।
৪. অধীনস্থ কর্মচারীরা এটি করেছে।	অধীনস্থ কর্মচারীগণ এটি করেছে।
৫. ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
৬. জাপান উন্নতশীল দেশ।	জাপান উন্নত দেশ।
৭. বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান।	বিনয় উন্নত ব্যক্তিত্বের উপাদান।
৮. দুষ্কৃতকারীরা সমাজের শত্রু।	দুষ্কৃতিকারীরা সমাজের শত্রু।
৯. দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দৈন্য প্রশংসনীয় নয়।
১০. বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।	বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।

২৩তম BCS

১. জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশলাভ করেন।	জ্ঞানী মানুষ অবশ্যই যশোলাভ করেন।
২. নিজের বিষয়ে তার কোন মনযোগ নেই।	নিজের বিষয়ে তার কোনো মনোযোগ নেই।
৩. তার দুরাবস্থা দেখে দুঃখ হয়।	তার দুরবস্থা দেখে দুঃখ হয়।
৪. নিরপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।	নিরপরাধ ব্যক্তিকে ক্ষমা কর।
৫. সে আকর্ষণ পর্যন্ত পান করেছে।	সে আকর্ষণ পান করেছে।

৬. মৃত্যুভয়ে সে সশঙ্কিত হ'ল।	মৃত্যুভয়ে সে সশঙ্ক (শঙ্কিত) হলো।
৭. বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্কিত করা উচিত।	বন্ধুর ভুল সম্পর্কে সতর্ক করা উচিত।
৮. এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।	এ প্রশংসা তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।
৯. তার সৃজিত ভূলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হল।	সৃষ্ট ভূলে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট হলো।
১০. সে খুবই বিদ্যান ব্যক্তি।	সে খুবই বিদ্বান ব্যক্তি।

২২তম BCS

১. জমিজমার সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুণ্ণবৃত্তি নিবারণ করেন।	জমির সামান্য আয় থেকে তিনি কোনমতে ক্ষুণ্ণবৃত্তি নিবারণ করেন।
২. শামসুর রহমান বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।	শামসুর রাহমান বাংলাদেশের একজন (অন্যতম) শ্রেষ্ঠ কবি।
৩. কলেজের পুনর্মিলনী উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগদান করেন।	কলেজের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।
৪. বিয়েবারিতে গিয়ে তিনি অকণ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে এলেন।	বিয়েবাড়িতে গিয়ে তিনি আকণ্ঠ খেয়ে এলেন।
৫. বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।	বাংলা ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল।
৬. বমালগুন্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।	বমাল/মালগুন্ধ চোর গ্রেপ্তার হয়েছে।
৭. আদালত তাঁকে স্বশরীতে হাজির হইবার নির্দেশ দিয়েছেন।	আদালত তাঁকে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
৮. তার কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে সে সাফল্য অর্জন করল।	কঠিন পরিশ্রমের ফলে সে সাফল্য অর্জন করল।
৯. সে বড় দুরাবস্থায় পড়েছে।	সে বড় দুরবস্থায় পড়েছে।
১০. সাধারণ জন গডালিকাপ্রবাহে ভেসে চলে।	সাধারণ মানুষ গডালিকাপ্রবাহে ভেসে চলে।

২১তম BCS

১. জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
২. শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।	শিক্ষার্থীগণের মধ্যে অনুপস্থিতির সংখ্যা কম।
৩. ধৈর্যতা, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।	ধৈর্য, সহিষ্ণুতা মহত্ত্বের লক্ষণ।
৪. অঙ্ক কষিতে ভুল করা উচিত নয়।	অঙ্ক কষিতে ভুল করা উচিত নয়।
৫. অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভাল নয়।	অনাবশ্যক ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়।
৬. এই দুর্ঘটনা দৃষ্টে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হইল।	এই দুর্ঘটনা দেখে আমার হৃদকম্প উপস্থিত হলো।
৭. তিনি স্বস্ত্রীক স্টেশনে গিয়াছেন।	তিনি সস্ত্রীক স্টেশনে গিয়াছেন।
৮. সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমিচিন শব্দাবলী অনেক ছাত্রছাত্রীরা শুদ্ধ লিখতে পারে না।	সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমীচীন শব্দাবলি অনেক ছাত্রছাত্রী শুদ্ধ লিখতে পারে না।
৯. রচনাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্যতা রাহিয়াছে।	রচনাটি ভাবগভীর, তবে ভাষার দৈন্য রয়েছে।
১০. তাহার বৈমাট্রেয় সহোদও অসুস্থ।	তাহার বৈমাট্রেয় ভ্রাতা/ভগ্নি অসুস্থ।

২০তম BCS

১. রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য।
২. তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছিলো।	তার উদ্ধত আচরণে ব্যথিত হয়েছিলম।
৩. সকল সভ্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।	সকল সভ্য সভায় উপস্থিত ছিলেন।
৪. অন্যায়ের প্রতিবাদ দুর্নিবায়।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
৫. তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
৬. এ দয়িত্ব আমাকে দিও না।	এ দয়িত্বভার আমাকে দিও না।
৭. শরীর অসুস্থের জন্য আমি কাল আসিনি।	শরীরিক অসুস্থতার জন্য আমি কাল আসিনি।

৮. আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী, তবে ঐ মেয়েটিকে কি বলবেন?	আমাকে যদি অসামান্য সুন্দরী বলেন, তবে ঐ মেয়েটিকে কী বলবেন?
৯. আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যকীয় স্বার্থকতা লাভ করতে চাই।	আমি সকলের সহযোগিতায় আবশ্যক সার্থকতা লাভ করতে চাই।
১০. তিনি এ ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী।	তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষ/চাক্ষুস সাক্ষী।

১৮তম BCS

১. ইদানিং কালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।	ইদানিং অনেক মহিলাই ববকাট করেন।
২. প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না।	প্রাণে ঐক্যতান বাজলে দুঃখ থাকে না।
৩. তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হয়েছেন।	তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছেন।
৪. এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।	এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
৫. জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।	জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।
৬. পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সৌদি আরবের শিক্ষাকমিশন ঢাকা সফরে এসেছেন।	সৌদি আরবের পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষাকমিশন ঢাকা সফরে এসেছেন।
৭. নীরিহ অতিথি শুধু আসির্বাদ চেয়েছিলেন।	নিরীহ অতিথি শুধু আশীর্বাদ চেয়েছিলেন।
৮. সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।	সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত।
৯. ভ্রান্তি কিছুতেই ঘুচে না।	ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না।
১০. ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।	ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।

১৭তম BCS

১. তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।	তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।
২. শারিরিক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকাবে।	শরীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে।
৩. মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।	মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
৪. মুহূর্তেও ভুলে বিদূষকরাও বিপাকে পড়ে।	মুহূর্তের ভুলে বিদূষকরাও বিপাকে পড়ে।
৫. পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে।	পুরান চাল ভাতে বাড়ে।
৬. সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।	সলজ্জ/লজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
৭. তার মত কুশীল শিল্পী ইদানিং কালে বিরল।	তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানিং বিরল।
৮. আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত।	আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত।
৯. তিনি অযথা অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করেছেন।	তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করেছেন।
১০. একবিংশ শতক আসিতে আর মাত্র চার বৎসর বাকি রয়েছে।	একবিংশ শতাব্দী আসিতে আর মাত্র চারি বৎসর বাকি রহিয়াছে।
১১. সরকারের বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশের নাম হয়েছে বাজেট।	সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম বাজেট।
১২. স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার ব্যবস্থা আছে।	স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা আছে।
১৩. গত্বিধান ও যত্ববিধান জানা থাকিলে বানান ভুল হবে না।	গত্ববিধান ও যত্ববিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না।

১৫তম BCS

১. আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব।	সে, তুমি ও আমি কাল সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।
২. যিনি যথার্থই বিদ্যান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না।	যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনও নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না।
৩. তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গিয়াছে।	তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বিদেশে গিয়াছে।
৪. বিষয়টির বিসদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।	বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।
৫. ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।	ইহা একটা মূক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
৬. পরিবেশে দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।	পরিবেশ দূষণ দিন দিন বেড়েই চলেছে।
৭. দারিদ্রতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।	দরিদ্রতা (দারিদ্র্য) বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।

৮. এই সব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই।	এই সব মানুষের কোনো ঠিকানা নাই।
৯. শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।	শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ ব্যক্তি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
১০. মণিষী ডঃ মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।	মণিষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
১১. তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।	তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো।
১২. তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে সবাই দোষ দিবে।	তার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে।
১৩. তোমরা সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও।	তোমরা সুখে-দুঃখে পরস্পরের সাথী হও।
১৪. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।

১৩তম BCS

১. মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
২. অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছনা কেন?	অত্যন্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না কেন?
৩. আমাদের দৈন্যতা দৃষ্টে তোমার পুলকের কারণ কি?	আমাদের দৈন্য দেখে তোমার পুলকের কারণ কী?
৪. পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।	পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
৫. বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী।	বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামী।
৬. ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনবিকার দেখা দিয়েছে।	ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।
৭. সর্বদেহে অসহনীয় ব্যথা, ঔষধ দেব কোথায়?	সর্বদেহে অসহ্য (অসহনীয়) ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা?
৮. কালানুক্রমানুসারে আমি সবই জানতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।	কালানুক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।
৯. বিস্ময়াভিভূত হতবাক চিত্তে আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম।	বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তোমাকে দেখছিলাম।
১০. মনোনীত কবিতা হতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।	নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।
১১. মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলি বললেন।	মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত সকল শিক্ষককে লক্ষ্য করে তিনি কথাগুলো বললেন।
১২. অনাদি অনন্ত কাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো।	অনাদি (অনন্ত) কাল ধরে আমি তোমাকে স্মরণ করব।
১৩. রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপতত ঐক্যমত্যে পৌছলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।	রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপতত ঐক্যমত্যে পৌছুলেন, তবু (আগামী দিনে) ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলা যায় না।
১৪. অনন্যোপায়ী হইয়া আমি তোমার সরণাপন্ন হইলেন।	অনন্যোপায় হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম।

১১তম BCS

১. এমন অসহনীয় ব্যথা কখনো অনুভব করিনি।	এমন অসহ্য (অসহনীয়) ব্যথা কখনও অনুভব করিনি।
২. সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারলো না।	সে কৌতুক করার কৌতুহল সংবরণ করতে পারল না।
৩. মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।	মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
৪. সর্ব বিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে।	সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
৫. অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে ঘরে ঘরে (প্রতিঘরে) হাহাকার।
৬. শশীভূষণ গীতাঞ্জলী পাঠ করেছে।	শশীভূষণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে।
৭. তিনিও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন।	তিনিও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন।
৮. সে সংকট অবস্থায় পড়েছে।	সে সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়েছে।
৯. আবাল্য হতেই স্বয়ত্বপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।	আবাল্য (বাল্য থেকেই) যত্নপূর্বক (সযত্নে) ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।

১০. সব ধনাত্মক ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সৎকার করা উচিত।	সব ধনাত্মক ব্যক্তির অতিথি-সৎকার করা উচিত।
১১. তার কাজ করার জন্য আমি আশ্রয় চেষ্টা করব।	তার কাজ করার জন্য আমি আশ্রয় চেষ্টা করব।
১২. মাতৃবিয়োগে তিনি শোকারলে মগ্ন।	মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ন।
১৩. গতকাল নিলীমা লাল পেড়ে শাড়ি পড়ছিল।	গতকাল নিলীমা লাল পেড়ে শাড়ি পরেছিল।
১৪. তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব না।	তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার কাছে সম্ভব নয়।

১০তম BCS

১. তিনি সানন্দিত চিত্তে সম্মতি দিলেন।	তিনি সানন্দ (আনন্দিত) চিত্তে সম্মতি দিলেন।
২. লেখাপড়ায় তার মনযোগ নেই।	লেখাপড়ায় তার মনোযোগ নেই।
৩. তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।	তার দেহ আপাদমস্তক আবৃত ছিল।
৪. তার মত করিতকর্মী লোক আর হয় না।	তার মতো করিতকর্মী লোক আর হয় না।
৫. সে দলের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়।	সে দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।
৬. বিবাদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।	বিবাদমান দুটি দলে সংঘর্ষ হয়।
৭. হিমালয় পর্বত দুর্লভ্যনীয়।	হিমালয় পর্বত দুর্লভ্য।
৮. তিনি এখন সমাজে লক্ষপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।	তিনি এখন সমাজে লক্ষপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।
৯. সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।	সে ভিড়ে অন্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।
১০. তুমি সেখানে গেল অপমান হবে।	তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।
১১. সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করা উচিত।
১২. মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।	মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।
১৩. অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
১৪. মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।



প্রশ্ন- ০১। নিচের শব্দগুলোর উৎসগত পরিচয় লিখুন-

[৩৫তম বিসিএস]

কিন্তি, পুলটিক্স, টোপর, সোহাগ, পাপড়, ভাত।

৷ তৎসম-

সূর্য, চন্দ্র, পর্বত, রবি, শশী, নক্ষত্র, মনুষ্য, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ধর্ম, কর্ম, ভোজন, শয়ন, সত্য, ক্ষমা, ক্ষমতা, ঘৃত, চর্ম, জল, জলদ, অদ্য, ক্ষতি, কণ্ডল, দীক্ষিত, বন্য, মুক্তি, ভবন, পত্র, প্রস্তর।

৷ অর্ধ-তৎসম শব্দ-

তৎসম শব্দ	অর্ধ-তৎসম শব্দ	তৎসম	অর্ধ-তৎসম শব্দ
সূর্য >	সুরজ	পুত্র >	পুত্র
রাত্রি >	রাতির	যত্ন >	যতন
কৃষ্ণ >	কেষ্ট	শ্রাদ্ধ >	ছেরাদ্ধ
প্রাণ >	পরান	ক্ষুধা >	খিদে
নিমন্ত্রণ >	নেমনতন্ন	প্রণাম >	পেন্নাম
জ্যোৎস্না >	জোছনা/জোসনা	গৃহিণী >	গিন্নি

৷ তদ্ভব শব্দ:-

তৎসম শব্দ	প্রাতৃত	তদ্ভব শব্দ
অদ্য >	অজ্জ >	আজ
চন্দ্র >	চন্দ >	চাঁদ
হস্ত >	হথ >	হাত
কৃষ্ণ >	কাহ >	কানু
কার্য >	কজ্জ >	কাজ
বধূ >	বহু >	বউ
পদ >	পাঅ >	পা

৷ দেশি শব্দ:-

চাউল, ঢেঁকি, কুলা, মই, বাদুড়, ডিজি, টোপর, চাঙারি, ডাব, চোঙ্গা, কয়লা, যাঁতা, বিঙ্গা, পেট, কাঁটা, কামড়, ডাঁসা, ডাগর, মেকি, গয়লা, পয়লা, খড়।

৷ মিশ্র শব্দ:-

খ্রিস্টান (ইংরেজি + তৎসম), চৌ-হদ্দি (ফারসি + আরাবি), হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি + তৎসম), রাজা-বাদশা (তৎসম + ফারসি), হাট-বাজার (বাংলা + ফারসি), পকেটমার (ইংরেজি + বাংলা), ডাক্তারখানা (ইংরেজি + ফারসি), হেড-মৌলভি (ইংরেজি + ফারসি), কালি-কলম (সংস্কৃত + ফারসি)।

৷ আরবি শব্দ:-

আল্লাহ, কুরআন, ইমান, হারাম, হালাল, কাফন, কাফের, আকবর, যাকাত, আমানত, দুনিয়া, জেহাদ, ফরজ, কেরামতি, ইনকিলাব, ইনসান, কৈফিয়ৎ, গায়েব, ফকির, দৌলত, গরিব, খাজনা, মসজিদ, মাদ্রাসা, কেয়ামত, কোরবানি, মনিব, মলম, সিন্দুক, দোয়াত, কলম, আমলা, আমিন, আলাদ, আসল, আসবাব, আসামি, ইদ, ইসলাম, ইহুদি, উকিল, উজির, ওকালত, কদম, কামিজ, কালিমা, কুদরত, কেতাব, কদর, কেবলা, কসাই, খবর, খারাপ, খাসি, গজল, জরিমানা, জলসা, জাহাজ, জুলুম, তওবা, তালাক, তুফান, দাখিল, দালাল, নবাব, মসনদ, মিনতি, মুশকিল, মোল্লা, শয়তান, লেবু, লোকসান, হেফাজত, বকেয়া, মুসাফির।

৷ ফারসি শব্দ:-

খোদা, নামায, ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, পয়গম্বর, বাদশাহ্, বেগম, দরবার, কারখানা, দোকান, চশমা, জামদানি, পেয়াদা, পেশকার, মোহর, তরমুজ, দর্জি, কামান, নামি, নাশতা, মাহিনা, বেতার, চাকর, আমদানি, আইন, আজাদ, আফগান, আবাদ, আয়না, আরাম, আলু, আসমান, কাগজ, কাবুলি, কারবার, খরগোশ, খানসামা, খুচরা, খুশি, গরম, গালিচা, বরফ, বাদাম, বিবি, রোজ, লাল, শরম, সুদ, সেতার, হিন্দু, হাজার, ফরমান, সফেদ, নার্গিস।

➤ ইংরেজি শব্দ:- ফুটবল, স্টেশন, সার্কাস, সার্জন, কলেজ, স্কুল, লাইব্রেরি, বোতল, আস্তাবল, ইঞ্জিন, সিনেমা, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট, পেনশন, ট্যাক্সি, ডাক্তার, প্যাকেট, পাউডার, পেন্সিল, বোনাস, টেনিস, গেলাস, ক্লাস, কোম্পানি, অফিস, উইল, ট্রেন, ট্রাম, লেবেল, জাদুঘর, থিয়েটার, এজেন্ট, কনস্টেবল, কেস, ক্লাব, ডজন, ফটো, ফ্যাশন, আরদালি, সিগন্যাল, টেবিল, চেয়ার, নম্বর, টিফিন, টিকিট, বুরুশ, কেরোসিন, ইউনিয়ন, ইউনিক, ফটোথ্রাফ।

➤ পর্তুগিজ শব্দ:- পাদ্রি, বালতি, আনারস, গির্জা, গুদাম, আলমারি, চাবি, আলপিন, পাউরুটি, আতা, আচার, আয়া, আলকাতরা, ইম্পাত, ইস্তিরি, কামিজ, কাতান, কদারা, গামলা, কাবাব, পিরিচ, কেরানি, কামরা, ত্রুশ, জানালা, গরাদ, তোয়ালে, নিলাম, পাচার, পেয়ারা, পেরেক, পিস্তল, ফালতু, ফিরিস্তি, ফিতা, বারান্দা, তামাক, বোতাম, বাসন, বোম, বেহালা, বর্গা, মার্কা, মিস্ত্রি, মাস্তুল, মসকরা, মাইরি, যিশু, সাবান, টুপি, সালসা, সাগু, কপি, পেঁপে।

➤ তুর্কি শব্দ:- বিবি, খাতুন, লাশ, মোগল, বাহাদুর, তোশক, বাইজি, উজবুক, উর্দি, কোঁতকা, দারোগা, কঞ্চি, তালশ, চাকু, কাচি, চকচক, বাকমক, চিক, আলখাল্লা, বাবুর্চি, খান, খোকা, কোরমা, কুর্নিশ, উর্দু, দাদা, নানা, ঠাকুর, বাবা, মুচলেকা, সওগাত, বাস, চাকর, কুলি, বারুদ, তোপ, কাবু।

➤ স্পেনিশ:- তামাক।

➤ মেক্সিকান:- চকলেট।

➤ ফরাসি:- কার্তুজ, ক্যাফে, কুপন, ডিপো, রেস্টোরাঁ।

➤ জাপানি:- হারিকিরি, রিকশা, হাসনাহেনা, জুডো, ক্যারেটে, প্যাগোডা।

➤ চিনা:- চা, চিনি, লিচু, লুচি।

➤ ওলন্দাজ:- টেক্সা, রুইতন, হরতন, তুরূপ, ইস্কাপন।

➤ বর্মি:- লুঙ্গি, ফুঙ্গি।

➤ হিন্দি:- কাহিনি, চামেলি, ফালতু, পানি, টহল, ডেরা, চালু, তাগড়া, ছিনতাই, কমলা, বার্তা, পুরি, মিঠাই, তরকারি, বাচ্চা ঠাণ্ডা, চানাচুর।

➤ পাঞ্জাবি:- তারকা, শিখ, চাহিদা।

➤ গুজরাটি:- খদ্দর, হরতাল।

➤ মারাঠি:- বরগি।

➤ সিংহলি:- সিডর।